বাৎসরিক সাহিত্য পত্রিকা ২০২৫ - ২৬ শিক্ষাবর্ষ

দশম প্রকাশ

নবাঙ্কুর

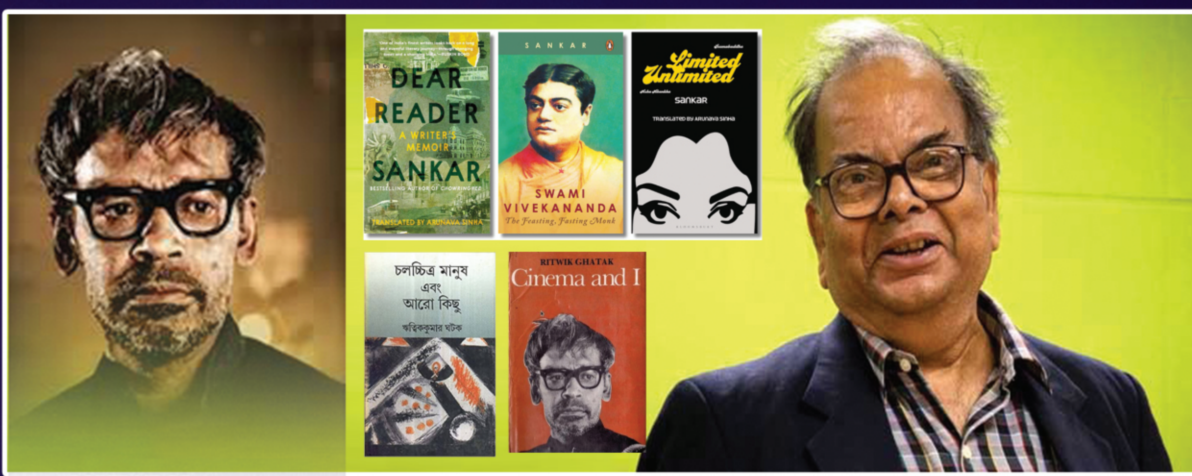

স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবা মহাবিদ্যালয়

সরকার পোষিত মহাবিদ্যালয়

(বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত)

ইউ.জি.সি. স্বীকৃত NAAC Accreditated (Grade B)

প্রতিষ্ঠা বর্ষ - ২০০৯

ভড়া, বাঁকুড়া

RABINDRA JAYANTI 2025

KATHIA BABAR AGOMON 2026

INTERNATIONAL YOGA DAY 2025

BASANTA UTSAV 2026

HEALTH CAMP

SEMINAR, DEPARTMENT OF SOCIOLOGY

SENSITAZATION PROGRAMME ON EVILS OF DOWRY SYSTEM

SEMINAR, DEPARTMENT OF SOCIOLOGY

স্বামী ধনঞ্জয় দাস
কাঠিয়াবাবা মহাবিদ্যালয়

নবাঙ্কুর

বাৎসরিক সাহিত্য পত্রিকা

দশম প্রকাশ ২০২৫ - ২০২৬ শিক্ষাবর্ষ

পত্রিকা প্রকাশ ও সহযোগিতায়
পত্রিকা কমিটি, স্বামী ডি.ডি.কে.মহাবিদ্যালয়
ভড়া, বাঁকুড়া

নবাঙ্কুর

প্রকাশক ঃ
ড. কাকলি ঘোষ (সেনগুপ্ত)
অধ্যক্ষা, স্বামী ডি.ডি.কে.মহাবিদ্যালয়
ভড়া, বাঁকুড়া

প্রকাশকাল ঃ
জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ সন

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অলঙ্করণ ঃ
পত্রিকা কমিটি

প্রুফ সংশোধন ঃ
ড. রফিয়া সুলতানা মোল্লা,
অতসী সাহু, জয়দীপ কুমার দে, মোনালিসা লাহা,
অঞ্জলী কিস্কু, সত্যজিৎ টুডু, সুবীর বাজ

মুদ্রণে ঃ
ষাঁড়েশ্বর প্রিন্টিং প্রেস
বিষ্ণুপুর

বাৎসরিক পত্রিকা কমিটি

১.	ড. কাকলি ঘোষ (সেনগুপ্ত)	- অধ্যক্ষা ও সভাপতি
২.	ড. রফিয়া সুলতানা মোল্লা	- যুগ্ম আহ্বায়ক
৩.	অতসী সাহু	- যুগ্ম আহ্বায়ক
৪.	পায়েল সী	- সদস্য
৫.	মোনালিসা লাহা	- সদস্য
৬.	জয়দীপ কুমার দে	- সদস্য
৭.	অঞ্জলী কিস্কু	- সদস্য
৮.	সত্যজিৎ টুডু	- সদস্য
৯.	সুবীর বাজ	- সদস্য
১০.	তুফান সরকার	- সদস্য
১১.	সুজিত মন্ডল	- সদস্য
১২.	অনুপ কুমার ঘোষ	- সদস্য
১৩.	জীবন দত্ত	- ছাত্র প্রতিনিধি
১৪.	মানবেন্দ্র দত্ত	- ছাত্র প্রতিনিধি
১৫.	সুজয় দে	- ছাত্র প্রতিনিধি
১৬.	বর্ষা রায়	- ছাত্রী প্রতিনিধি
১৭.	সুরজ চক্রবর্তী	- ছাত্র প্রতিনিধি

Governing Body

Upto 11.05.2026

PRESIDENT	- Shri Gorapada De
PRINCIPAL AND SECRETARY	- Dr. Kakali Ghosh (Sengupta)
DONOR MEMBER	- Shri Balai Chandra Garai
GOVT. NOMINEE	- Dr. Ratul Saha
GOVT. NOMINEE	- Sk. Moinul Hoque
NOMINEE OF W.B.C.H.E	- Awaited from concerned department
UNIVERSITY NOMINEE	- Dr. Narendra Ranjan Malas
UNIVERSITY NOMINEE	- Dr. Chaitali Mandi
TEACHER'S REPRESENTATIVE	- Dr. Swatee Sinha
TEACHER'S REPRESENTATIVE	- Dr. Kedar Nath Dey
TEACHER'S REPRESENTATIVE	- Dr. Sanghita Banerjee
NON TEACHING STAFF REPRESENTATIVE	- Shri Satyajit Roy

ADMINISTRATOR

w.e.f. 22.05.2026

ADMINISTRATOR - DR. KOUSHIK DAS

PH.D. IN MATHEMATICS (IIT KHARAGPUR),
M.SC.& B.SC.(JADAVPUR UNIVERSITY)
OFFICER ON SPECIAL DUTY
EDUCATION DIRECTORATE
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

G.O. No.-
725-EH/O/CS/4C-06/2026
dated 22.05.2026.

অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাবৃন্দ

ড. কাকলি ঘোষ (সেনগুপ্ত) এম.এ., এম.ফিল., পি.এইচ.ডি (দর্শন), (অধ্যক্ষা ও সম্পাদক)

বাংলা বিভাগ

১. ড. রফিয়া সুলতানা মোল্লা - সহকারী অধ্যাপিকা, এম.এ., এম.ফিল. পি.এইচ.ডি
২. ড. সংহিতা ব্যানার্জী - সহকারী অধ্যাপিকা, এম.এ. পি.এইচ.ডি
৩. ড. তনুশ্রী দে - স্টেট এডেড কলেজ টিচার-I, এম.এ., পি.এইচ.ডি
৪. জয়দীপ কুমার দে— - স্টেট এডেড কলেজ টিচার-II, এম.এ., এম.ফিল.
৫. মোনালিসা লাহা— - স্টেট এডেড কলেজ টিচার-II, এম.এ., এম.ফিল.

ইংরেজী বিভাগ

১. ড. স্বাতী সিন্‌হা - সহকারী অধ্যাপিকা, এম.এ., এম.ফিল. পি.এইচ.ডি
২. অতসী সাহু - - সহকারী অধ্যাপিকা, এম.এ., এম.ফিল.
৩. সৌতিক ভট্টাচার্য— - স্টেট এডেড কলেজ টিচার-II, এম.এ.

শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

১. ড. কেদারনাথ দে— - সহকারী অধ্যাপক, এম.এ., পি.এইচ.ডি
২. ইমন কল্যাণ মালিক— - স্টেট এডেড কলেজ টিচার-II, এম.এ.
৩. অনিল রানা— - স্টেট এডেড কলেজ টিচার-II, এম.এ.

ইতিহাস বিভাগ

১. ড. বিপুলচন্দ্র মন্ডল— - সহকারী অধ্যাপক, এম.এ., এম.ফিল., পি.এইচ.ডি.
২. কাকলি ব্রহ্ম— - স্টেট এডেড কলেজ টিচার-II, এম.এ.
৩. ময়না চ্যাটার্জী— - স্টেট এডেড কলেজ টিচার-II, এম.এ.
৪. শিবদাস হেমব্রম— - স্টেট এডেড কলেজ টিচার-I, এম.এ.

ভূগোল বিভাগ

১. ড. মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়— - সহকারী অধ্যাপিকা, এম.এ., পি.এইচ.ডি
২. সন্দীপ নন্দী— - স্টেট এডেড কলেজ টিচার-II, এম.এ.

সংস্কৃত বিভাগ

১. অপু ঘোষ— - স্টেট এডেড কলেজ টিচার-II, এম.এ.
২. সুবীর বাজ— - স্টেট এডেড কলেজ টিচার-II, এম.এ.

সাঁওতালি বিভাগ

১. ভরত টুডু— - স্টেট এডেড কলেজ টিচার-I, এম.এ.

২. অঞ্জলী কিস্কু – স্টেট এডেড কলেজ টিচার-I, এম.এ.

৩. গীতা মুর্ম্মু – স্টেট এডেড কলেজ টিচার-I, এম.এ.

৪. রাজকুমার মুর্ম্মু – স্টেট এডেড কলেজ টিচার-I, এম.এ., এম.ফিল.

৫. সত্যজিৎ টুডু – স্টেট এডেড কলেজ টিচার-I, এম.এ.

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

১. ডোমা শেরপা – সহকারী অধ্যাপিকা, এম.এ.

২. তনুশ্রী রায় – স্টেট এডেড কলেজ টিচার-II, এম.এ.

৩. চাঁদ অধিকারী – স্টেট এডেড কলেজ টিচার-I, এম.এ.

শারীর শিক্ষাবিভাগ

১. অমিত সামন্ত – স্টেট এডেড কলেজ টিচার-II, এম.এ., এম.পি.এড

২. সরোজ মারিক – স্টেট এডেড কলেজ টিচার-II, এম.এ., এম.পি.এড

দর্শন বিভাগ

১. ড. কাকলি ঘোষ (সেনগুপ্ত) – অধ্যক্ষা, এম.এ., এম.ফিল., পি.এইচ.ডি

২. কুহেলী দে – স্টেট এডেড কলেজ টিচার-II, এম.এ.

সমাজতত্ত্ব বিভাগ

১. পল্লবী দাস – স্টেট এডেড কলেজ টিচার-II, এম.এ., এম.ফিল.

২. শিবনাথ বিদ – স্টেট এডেড কলেজ টিচার-II, এম.এ.

গ্রন্থাগারিক

১. পায়েল সী - গ্রন্থাগারিক - M.L.I.Sc., এম.ফিল.

শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

১. সত্যজিৎ রায়	-	M.Sc. – Accountant and Head Clerk (Addl. Charge)
২. তুফান সরকার	-	B.Com. (Hons.) – Cashier
৩. সুরজিৎ মন্ডল	-	B.Sc. – Clerk
৪. সুজিত মন্ডল	-	B.Sc. – Typist
৫. শ্যামসুন্দর মন্ডল	-	M.P. – Peon
৬. সুকদেব বাগদী	-	M.P. – Peon
৭. বরুণ মুখার্জী	-	M.P. – Guard
৮. হারু বাগ্‌দী	-	VIII Std. – Part-time Sweeper (Govt. approved)
৯. অনুপ কুমার ঘোষ	-	B.A. – Office Peon (Casual)
১০. সৌরভ দে	-	B.A. – Gymnasium Instructor (Temporary)
১১. রঞ্জন চক্রবর্তী	-	M.P. – Hostel Cook (Casual)
১২. বাবলু লোহার	-	VIII Std. – Hostel Helper (Casual)

Message

শুভেচ্ছাবার্তা

বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়
ESTD-2014

BANKURA UNIVERSITY

(West Bengal Act XIX of 2013 - Bankura University Act, 2013)
MAIN CAMPUS, BANKURA BLOCK -II, P.O. : PURANDARPUR,
DIST. : BANKURA, PIN. : 722 155, WEST BENGAL
Ph. No. : 03242-255250, Email : vcoffice@bankurauniv.ac.in

Office of the Vice Chancellor

Date: 07.05.2026

Message from the Vice-Chancellor

It gives me immense pleasure to learn that Swami Dhananjoy Das Kathiababa Mahavidyalaya is set to publish the 10th issue of its college magazine, **"Nabankur"**, for the academic session 2025-2026.

A college magazine is much more than a collection of articles; it is a vibrant reflection of the intellectual and creative spirit of the institution. It provides a vital platform for students, faculty and other stakeholders to express their original thoughts, literary talents, and diverse perspectives. The title "Nabankur" beautifully symbolizes the "new sprouts" of talent emerging from this institution, which has been a pillar of education since its establishment.

I appreciate the Principal, the editorial team, and the students for their dedication to this publication. May this 10th issue of "Nabankur" inspire a love for learning and creativity among all its readers.

I wish the magazine every success.

Rup Kumar Barman

(Prof. Rup Kumar Barman)
Vice – Chancellor
Bankura University

Bankura University
Estd.-2014

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহকুমা শাসকের করণ, বিষ্ণুপুর
বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পিন-৭২২১২২

ফোন নং:- ০৩২৪৪-২৫২০৫৫(অফিস)
e-mail: sdobsp@gmail.com

তারিখ 06/05/২০২৬

!! শুভেচ্ছা বার্তা !!

বিষ্ণুপুর ব্লকের ভড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবা মহাবিদ্যালয় এক ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই মহাবিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন ও পরিচালন ব্যবস্থা কাঠিয়াবাবা কলেজ কর্তৃপক্ষ দক্ষতার সঙ্গে দেখাশুনা করেন। গ্রামীণ পরিবেশে প্রকৃতির আঙিনায় মহাবিদ্যালয়ে পড়াশুনার সাথে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক চর্চাও বিদ্যমান পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০২৫-২৬ বর্ষে মহাবিদ্যালয়ের নিজস্ব পত্রিকা **"নবাঙ্কুর"** -এর দশম বর্ষ সংখ্যা প্রকাশিত হতে চলেছে জেনে খুবই আনন্দিত হলাম। পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগও প্রশংসনীয়। **"নবাঙ্কুর"** পত্রিকার মাধ্যমে প্রথাগত পড়াশোনার বাইরে সাহিত্যের অঙ্গনে ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকার কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লেখার অভ্যাস গড়ে উঠবে, সাহিত্যচর্চার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে আশা রাখি। মহাবিদ্যালয়ের পত্রিকা কমিটি ও উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ জানাই।

ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা সহ,

[শ্রী প্রসেনজিৎ ঘোষ, (ডব্লু.বি.সি.এস.)]
মহকুমা শাসক, বিষ্ণুপুর,
জেলা-বাঁকুড়া।

প্রতি :
ড. কাকলি ঘোষ(সেনগুপ্ত)
অধ্যক্ষ, স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবা
মহাবিদ্যালয়, ভড়া,বিষ্ণুপুর,জেলা-বাঁকুড়া।

\\DESKTOP-EGU1TJ0\CA_Jayanta\Subechha-1 - Copy.doc

Principal's Message

অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমাদের প্রিয় মহাবিদ্যালয়ের পত্রিকা "নবাঙ্কুর"-এর দশম সংখ্যা প্রকাশিত হতে চলেছে। এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রখ্যাত সাহিত্যিক শঙ্কর এবং বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটককে উৎসর্গ করা হয়েছে যা আমাদের জন্য এক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগ।

"নবাঙ্কুর" নামটি যেমন নবীন সৃষ্টির প্রতীক, তেমনি এই পত্রিকা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা ও মননের বিকাশের এক উজ্জ্বল ক্ষেত্র। দশম সংখ্যায় পৌঁছে এই পত্রিকা যে ধারাবাহিকতা ও মান বজায় রেখেছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

শঙ্করের সাহিত্য আমাদের সমাজবাস্তবতার এক গভীর প্রতিফলন, আর ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র মানবজীবনের সংগ্রাম, বেদনা ও স্বপ্নকে এক অনন্য শৈলীতে উপস্থাপন করেছে। তাঁদের সৃষ্টিকে সামনে রেখে এই সংখ্যাটি নতুন প্রজন্মকে ভাবতে, জানতে এবং অনুপ্রাণিত হতে সাহায্য করবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

এই পত্রিকা প্রকাশের পেছনে যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম রয়েছে সম্পাদকমণ্ডলী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রী তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই এই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

আমি আশা করি, "নবাঙ্কুর" ভবিষ্যতেও জ্ঞান, সৃজনশীলতা ও সংস্কৃতির আলো ছড়িয়ে দেবে এবং আমাদের শিক্ষার্থীদের নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে অনুপ্রাণিত করবে।

পত্রিকার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

ড. কাকলি ঘোষ সেনগুপ্ত
অধ্যক্ষা
স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবা মহাবিদ্যালয়

Dr. Kakali Ghosh (Sengupta)
PRINCIPAL

From The Convenors' Desk :

Dear esteemed contributors and readers,

It gives us immense pleasure to present the 10th publication of *Nabankur*, the annual magazine of our beloved college. This milestone is not merely a marker of time, but a testament to the sustained creativity, intellectual engagement, and collaborative spirit of our students and faculty. Over the years, *Nabankur* has served as a vibrant platform where voices find expression and ideas take shape, and this special edition proudly continues that tradition.

This year's issue carries a deeper emotional and cultural significance as it is dedicated to two towering figures of Bengali art and literature. We pay our heartfelt tribute to the eminent writer Shankar, whose recent passing has created a profound void in the literary world. His works, known for their sensitive portrayal of urban life and human relationships, have left an indelible mark on generations of readers. This edition stands as a humble homage to his enduring legacy.

We also commemorate the 100th birth anniversary of the legendary filmmaker and screenwriter Ritwik Ghatak. A visionary artist, his films explored themes of displacement, identity, and human suffering with remarkable depth and intensity. His contributions remind us of the transformative power of art.

The spirit of this year's *Nabankur* lies in remembrance and continuity. Our contributors have explored diverse themes, creating a rich tapestry of thought and imagination. We extend our sincere gratitude to all contributors, editors, and committee members, as well as our respected Principal, faculty and non-teaching staff, for their unwavering support.

We hope this edition inspires reflection and a renewed appreciation for the creative spirit that unites us all.

With warm regards,
Joint Convenors
Dr. Rafia Sulatana Molla & Atasi Sahoo

সূচীপত্র

কবিতা :-

১। সুজয় দে (বাংলা বিভাগ)
২। হাসনা খাতুন (বাংলা বিভাগ)
৩। শিউলি গোস্বামী (ইংরাজী বিভাগ)
৪। মোনালিসা লাহা (শিক্ষিকা বাংলা বিভাগ)
৫। সুরজ চক্রবর্তী (ইংরাজী বিভাগ)
৬। স্নেহা মিশ্র (ইংরাজী বিভাগ)
৭। রীমা দাঁ (প্রাক্তন ছাত্রী) সংস্কৃত বিভাগ

গল্প :-

১। অনিমেষ পাল (প্রাক্তন ছাত্র) বাংলা বিভাগ
২। বিজয় রুইদাস (প্রাক্তন ছাত্র) বাংলা বিভাগ

প্রবন্ধ :-

১। স্নেহা মিশ্র (ইংরাজী বিভাগ)
২। অরূপ কুমার দুয়ারী (ইংরাজী বিভাগ)
৩। সুমন মন্ডল (ইংরাজী বিভাগ)
৪। বর্ষা রায় (ভূগোল বিভাগ)
৫। জয়দীপ কুমার দে (শিক্ষক) বাংলা বিভাগ

ছবি :-

১। রিয়া রায় (ইংরাজী বিভাগ)
২। শিল্পী দাস (শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ)
৩। সুরজ চক্রবর্তী (ইংরাজী বিভাগ)

আলোকচিত্র :-

১। সুরজ চক্রবর্তী (ইংরাজী বিভাগ)
২। অরূপ কুমার দুয়ারী (ইংরাজী বিভাগ)

সাঁওতালি বিভাগ :-

1. [illegible] - Rajkumar Murmu
2. [illegible] - Anjali Kisku
3. [illegible]- Sumita Hembram
4. [illegible]- Sulekha Hembram
5. [illegible] - Keya Murmu
6. [illegible] - Parimal Mandi
7. [illegible] - Jayanta Hembram
8. [illegible] - Tuhin Mandi

অদৃশ্য দেওয়াল ও নৌকার মাঝি

সুজয় দে
(বাংলা বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিষ্টার)

নিত্য দিনের কাজের শেষে,
অবসন্ন শরীরে ক্লান্ত বেশে।
আরাম কেদারায় গা এলিয়ে,
ভাবতে থাকলাম ঝিমিয়ে গিয়ে...
হয়তো আমি যাচ্ছিলাম কোন লক্ষ্যে,
হাঁটছিলাম সেই লক্ষ্যের পথে।
পথের সাথী হয়ে অনেক সঙ্গী ছিল
সাথে অনেক অর্থ ছিল আর ছিল কিছু চিঠিপত্রও
অর্থে অনেক আশা ছিল
পত্রগুলোতে ছিল এমন কিছু বার্তা,
যা কোনোদিন কাউকে বলা হয়নি...
কিন্তু হঠাৎ অনর্থ হল-
মুছে গেল সেসব পত্রের বার্তা গুলো।
কি জানি কোথা হতে এলো এক জীবন যুদ্ধের বার্তা
কিছুটা পথ হাঁটতে হাঁটতে আমার অনুভূতি হল,
যেন পথের অদূরে অদৃশ্য এক দেওয়াল।
সেই অনুভবে আমার মুখের চোয়ালে,
তখন চমকানোর এক ভঙ্গি।
তারপর আমি দেখলাম..
আমার সঙ্গীরা তখন এগিয়ে গিয়েছে,
অন্য পথ ধরে।
কিছু না বলে ফেলে রেখে গেছে,
আমায় সঙ্গীহীন করে।
আশপাশটা কেমন নির্জন নিস্তব্ধ,
কোনো জন নেই মানব নেই
বনগুলোও সব আগাছায় ভরা,
বনস্পতি কোনো বৃক্ষ নেই।
যার ছায়ায় কিছুটা বিরত হব বিশ্রাম নিতে।
নদীগুলো সব শুকিয়ে গেছে,
নুড়ি পাথর ছাড়া কিছু নেই।
যে জলে তৃষ্ণা নিবৃত্তি করব পথের ক্লান্তি মেটাতে।
অগত্যা আমি নিরুপায় হয়ে,
উপায় খোঁজার অব্যর্থ প্রচেষ্টায় রত হলাম।

গতে বাঁধা জীবনটা আমার যেন পরিবর্তন চাইল,
হিসাব নিকাশে তার সমাধান সূত্র খুঁজতে থাকলাম।
সেই চির অপরিচিত দেওয়ালটা,
যেটা অদৃশ্য হয়েও বারবার ভাবনার উদয় ঘটাচ্ছিল
আমার ভাবের আঙ্গিনায়।
যেন পরীক্ষা নিচ্ছিল আমার,
অসহ্য বুক চাপা যন্ত্রণার।
সহ্যের বাঁধ ভেঙে দিয়ে,
আমায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ভয়ঙ্কর এক সুনামি।
আকুল স্রোতে ভেসে আসা অনামী এক মাঝির ভেলায়,
উঠতে হলো উপায় না পেয়ে
জমে থাকা মনের কথা চেপে রাখা হাজারো ব্যথা
প্রাণভরে শোনালাম তাকে
কথায় কথায় বুনলাম আমি,
যেন বিশাল এক গল্পগাথা।
এসব শুনে মাঝির করুণা হল।
তারপর মাঝি আমায় কি সব বললো
আর মন্ত্রবলে অমূল্য সব উপহারও দিলো।
মাঝির দেওয়া উপদেশ নিলাম
নিলাম উপহার গুলো ও...
যেগুলো হাতিয়ার হয়ে সঙ্গ দেবে,
আমার দেওয়াল ভাঙার সংগ্রামে।
মুখের চোয়াল শক্ত করে উদ্যত হলাম,
দেওয়ালটাকে বাতাসে মিলিয়ে দিতে।
চিল শকুনে তখন আকাশ ছেয়েছে...
দেওয়াল জুড়ে শুধুই মায়ার বাঁধন
মিশে থাকা শুধু উচ্চাশা কিছু পিছুটান
কিছু হতাশা আর কিছু মান-অভিমান
মাঝির দেওয়া মার্গ দর্শন,
স্মরনে রেখে আপ্রাণ চেষ্টা চালালাম..
যদিও অভিমন্যু প্রাণপণ লড়েও ছিল অপারগ,
কুরুক্ষেত্রে চক্রব্যূহ থেকে ফিরে আসার।
কিন্তু আমার জেদ আর অসম্ভব খেদ এর কাছে,
সব জটিল হিসাব নিকাশ দুর্বল হয়ে পড়লো।
আস্তে আস্তে বিলীন হতে লাগলো,
সেই অদৃশ্য দেওয়াল টা।

আমার মলিন মুখখানিতে-
তখন এক নির্মল হাঁসি
বিশাল এক আগল ভেঙে,
এবার এক স্বস্তির নিশ্বাস নেবো..
কিন্তু এ কি?
শত সহস্র রথী মহারথী সব...
সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছে !!!
এবার শুরু হবে আরো এক লড়াই..
পিছন ফিরলে চলবে না..
কারণ যুদ্ধে হারার কোনো নীতি নেই
অন্যকে হারাবার নীতি আছে।
দুর্গম পথে যোদ্ধারা সব ভয় কে উড়িয়ে দেয়,
শুধু মন্ত্র জপে জয়.. জয়... আর জয়...
ভোর হলো কোকিল ডাকলো,
ঘাসের উপর শিশির পড়লো।
নিদ্রা ভেঙে দেখলাম আমি,
দেয়ালে পোতা পেরেকে ঝুলছে..
মেলায় কেনা ফ্রেম বাঁধানো ছবি টা।
তাতে সাগরের মাঝে অনন্ত শয্যায় শয়িত বিষ্ণু।
কেন জানি আমার মনে হতে থাকলো...
স্বপ্নে দেখা মাঝির গায়ের রং কি নীল ছিল !!!

মা

হাসনা খাতুন (৪র্থ সেমিষ্টার),
বাংলা বিভাগ

সকাল বেলায় আলোর খেলায়
মায়ের হাসিমুখ,
দেখেই মন আপনি বলে
পেলাম হাজার সুখ।
আলতো ছোঁয়ায় মন ভরে যায়-
চায় না মাকে ছাড়তে আর,
মনের মধ্যে ভেসে বেড়ায়;
ভালোবাসার হাজার খুশির জোয়ার।
দুঃখ কষ্টের মধ্যে আমায়-
আগলে রাখে মা
আমার কাছে মায়ের চেয়ে
বড় তো কেউ না।

প্রকৃতির আল্পনা

শিউলি গোস্বামী (২য় সেমিষ্টার) ইংরাজী বিভাগ

সবুজ ঘাসের ডগায় ভোরের শিশির কণা,
রোদের ঝিলিকে যেন একরাশ মুক্তো দানা।
গাছের পাতায় পাতায় বাতাসের লুকোচুরি,
মেঘেরা আকাশে ওড়ায় সাদা ডানার ঘুড়ি।

বাঁকা নদীটি বয়ে যায় তার আপন সুরে,
মিশে যায় কোনো এক অথনার দিগন্ত জুড়ে।
পাহাড়ের গায়ে মেঘের দল করে আনাগোনা,
প্রকৃতির বুকে আঁকা এ যেন এক রঙিন আল্পনা।

বৃষ্টি ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধে ভরে মন,
কদম-কেয়া হাসছে যেন স্নিগ্ধ এই বন।
ঝরনা ধারার নূপুর বাজে পাহাড়ি ঐ পথে,
প্রকৃতি যে সওয়ার হয় সবুজেরই রথে।

শরৎ আসে নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা,
নদীর তীরে কাশবনে আজ হরেক রঙের খেলা।
পলাশ রাঙা বনের সাজে ফাগুন যখন আসে,
প্রকৃতি তখন আপন মনে মিষ্টি করে হাসে।

মাঠের পরে মাঠের মায়া, সবুজের সমারোহ,
ফুলের গন্ধে আকুল করা অসীম এ মোহ।
প্রজাপতিরা ডানা মেলে রঙের খেলায় মাতে,
বনের মাঝে ছায়া নামে স্নিগ্ধ দুপুরেতে।

দিন শেষে সূর্য যখন পাটে নামে রাঙা বেশে,
পাখিরা সব নীড়ে ফেরে ক্লান্ত ডানার টানে এসে।
এমন শান্ত মায়ার চাদরে জড়ানো এ ধরণী,
প্রকৃতিই তো আমাদের পরম বন্ধু, চিরদিনের জননী।

অনুভব

মোনালিসা লাহা, শিক্ষিকা (বাংলা বিভাগ)

"দিনের শেষে ঘুমের দেশে"
পাড়ি দিতে চায় মন।
কিন্তু কিছু অলীক চিন্তা আর ভয় যেতে দেয় না সে দেশে।

ফিরে আসি বাস্তবের কঠিন দালানে।
মধ্যরাত্রে চাঁদের সুনিবিড় ছায়ায় এসে বসি
যেখানে প্রস্ফুটিত মাধবীলতাটি হেলে পড়েছে অপ্রত্যাশিতভাবে।

বসন্তের দখিনা বাতাস যেখানে একটু বেশি বইতে শুরু করেছে
আর ঘুঘুপাখির সদ্য বেড়ে ওঠা ছানাটি,
ঘাড় উঁচু করে মা ঘুঘুর কাছ থেকে খাবার মুখে নিয়ে খাচ্ছে।

বেলা আর জুই এর গন্ধ যেখানে মিলেমিশে একাকার।
পূব দিকের জানলা দিয়ে দেখি দেবদারু গাছের ছায়া আর আকাশের ধূসর নীল রং
মায়াবী জগত বুনছে।

মাথার উপর উড়ছে শঙ্খচিল,
দূরে, বহু দূরে বটগাছের উপর থেকে শোনা যাচ্ছে শকুন শিশুর আর্ত - চিৎকার।

কোথায় যেন শোনা যাচ্ছে কল থেকে ঝরে পড়া জলের টুপটাপ শব্দ।
অনুভব করছি বেঁচে থাকার আনন্দ,
রক্তে, ধমনীতে, শিরাতে অনুভব করছি বেঁচে থাকার আহ্বান। অনুভব করছি বাঁচার
আনন্দ, অনুভব করছি কর্মের আনন্দকে।

নব বসন্ত

সুরজ চক্রবর্তী (চতুর্থ সেমিষ্টার) ইংরাজী বিভাগ

বসন্ত, হে নব বসন্ত
মম হৃদয়ে তুমি কর বাস,
মম আঁখিতে তোমার উল্লাস
মম স্বপনে তুমি জাগাও বিশ্বাস।

সুরভী বিলানো প্রাণের কাননে
কোকিলের ডাক উল্লাস আনে,
ফাল্গুন রাঙাও শিমূল পলাশে
ফুলেরাও তাই রঙিন হাসি হাসে।

দখিনা বাতাস শিহরণ আনে
বনতল ঘিরে ফুলের গানে,
পাখির ঝাঁক আকাশ পানে
নব প্রকৃতির আভাস ডেকে আনে।

আলোক উজ্জ্বল ও প্রেমের ভূমিতে
মম স্বপ্ন দেখেছি তোমার আঁখিতে,
ভ্রমরের মত ভ্রমিতে ভ্রমিতে
মম আনন্দ খুঁজেছি আপন চিত্তে।

বসন্ত, হে নব বসন্ত
তোমার যেন নাহি হয় অন্ত,
তাই সবারে কই তুমিড়
নব বসন্ত এসো জীবনে
তব পৃথিবী হবে নব ভুবনে।

শুভ মাতৃভাষা দিবস

বর্ষা রায় (ষষ্ঠ সেমিষ্টার) ভূগোল বিভাগ

মাগো জন্মনিলাম তোমার কোলে
ডেকেছি তোমায় মা বলে
তোমার মুখে শুনেছি মাগো শুনেছি কত স্নেহের বোলে।
তোমার সুর কণ্ঠে পেয়েছি
পেয়েছি ভালোবাসার ধ্বনি যারে জন্ম দিলে আমার মা জননী
করলে আমায় চিরো ঋণী।
সেই আমার প্রথম ভাষা আমার প্রাণের বাংলা ভাষা
তোমায় পেয়ে ধন্য আমি
পূরণ করেছো মনের আশা।
তাই আজকের এই বিশেষ দিনে
তোমার প্রতি মনে প্রাণে
ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা দিয়ে
দিয়ে যায় চরণে অঞ্জলি।।

Worshipping Goddesses, Disrespecting Women

Sneha Mishra
(4th Semester, English Department)

Every autumn,
We stand before Maa Durga
With folded hands.
We admire her calm face,
her steady eyes,
the way she stands unafraid
before a demon.
The priest says she is strength.
We nod.
We believe him.

But later that evening,
a father says to his daughter,
"Come home before it gets dark."
A mother says,
"Don't argue too much."
A brother says,
"Why do you need to go alone?"
No one calls it fear.
They call it care.

And the daughter learns how to measure her laughter,
how to sit properly,
how to text, "I reached safely,"
even when the distance was small.
She watches the goddess ride a lion.
She wonders what it would feel like
to walk a street alone
without looking over her shoulder again and again.

They tell her, "You are our Lakshmi, our Durga,"
But only if she is patient.
Only if she is quiet.
Only if her strength does not disturb anyone.

Inside her,
something gathers.
Not wild anger.
Not hatred.
Just a steady heart
that refuses to disappear.
It grows
When she reads another headline.
It grows
When her "no" is not heard.
It grows
When she is told to adjust.

One day,
that heart becomes voice.
Not a scream.
Not a storm.
Just a clear sentence:
"I deserve to live without any fear."

The goddess in the temple
still holds her weapons.
But the daughters of our society are learning
that they
were never meant
to live afraid throughout her whole life.

"আমরা মানুষ"

রীমা দাঁ
প্রাক্তন ছাত্রী (সংস্কৃত বিভাগ)

পৃথিবীর প্রাণীজগতের মধ্যে "নাম্বার ওয়ান"
"আমরা মানুষ",
অন্যান্য প্রাণীদের মতো চারটে পা নাই;
আমরা দুই পা ওয়ালা,
বিবর্তনের পথে অনেকটা এগিয়ে...
সমস্ত বন্য প্রাণীরা অবস্থান করে সুশৃঙ্খল ভাবে,
আমরা উল্টো;
উদ্ভিদের মতো নিঃশব্দে সব কিছু বিলিয়ে দিই নাই।
উড়াড় করে; মৃত শরীরটা পর্যন্ত।
আমাদের অফুরন্ত চাহিদা।
ধরণীর সৌন্দর্য ও লালিত্য নষ্ট করছি ক্রমাগত
নিজেদের ভোগবিলাসের জন্য।
বন, পাহাড়, নদী, সমুদ্র, বাতাস সকল স্থানে
অলিখিত নিয়মকে পরোয়া না করে।
করে চলেছিড়ঁঘোড়ার উপরে ঘোড় সওয়ারি';
আমাদের অনেক কাজ!
অপরকে টেক্কা দেবার প্রতিযোগিতা শিশুকাল হতেইড়
অতীতে সব কথা ও কাজ আমার মনে আছে।
স্কুল টিফিন বক্সে থাকতো মুড়ি।
মায়ের হাতে তৈরীড়নারকেল নাড়ু।
সেই টিফিন বক্সে মজুত করেছি 'বোমা'।
নাড়ুর মতোই গোলাকার।
এই বোমাগুলো কোথা থেকে এল,
কে বা কারা সরবরাহ করল জানি নাই;
জানিলেও সত্যটা প্রকাশ করার ক্ষমতা নাই;
এই জন্যই তো আমরা শ্রেষ্ঠ জীব?
আমরা মানুষ?

বিবেক মাস্টার

অনিমেষ পাল
প্রাক্তন ছাত্র, বাংলা বিভাগ

পিচ ঢালা কালো হাইওয়েতে বাসটা দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে। বিবেক বাবু আনমনে জানালা দিকে তাকিয়ে। শীতের রুক্ষতার শেষে বসন্ত এখনো এসে ধরা দেয় নি, পাতা ঝরার এই মরশুমে প্রকৃতি এখনো শিমুল পলাশের রক্তিম আভায় সেজে ওঠেনি। চারিদিকে কেমন যেন একটা বিষন্ন ভাব। মাথার মধ্যে এলোমেলো বিক্ষিপ্ত চিন্তা গুলো কেমন যেন জট পাকিয়ে উঠছে। খোলা জানালার দুরন্ত বাতাস বিবেক বাবুর চুলগুলোকে অবাধ্য করে তুলছে। মাঝে মাঝে চশমার কাঁচটা ঝাপসা হয়ে উঠছে। কাঁচটা মুছে নিয়ে বিবেক বাবু বাসের ভেতর মনোযোগ দেন। এবার উঠতে হবে। সামনেই স্কুল।

স্কুলের গেটে ঢোকার সাথে সাথেই মাথার মধ্যে জট পাকানো অদ্ভুত বিক্ষিপ্ত চিন্তা গুলো কেমন যেন নিমেষের মধ্যে ভ্যানিশ হয়ে যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের কচি কচি নিষ্পাপ মায়া মাখানো মুখগুলো দেখলেই মনের ভেতরের অব্যক্ত যন্ত্রণাটা কেমন যেন ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসে। অদ্ভুত একটা ভালো লাগায় মনটা ভরে ওঠে। বিগত দুই বছরে বিবেক বাবুর এই উপলব্ধিটা যেন গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে।

বিবেক বাবুকে দেখে, করিডোরে দাঁড়িয়ে থাকা এক ঝাঁক কচিকাঁচা সমস্বরে বলে ওঠে

-গুড মর্নিং স্যার।

-গুড মর্নিং এভরিওয়ান। বিবেক বাবু হাসিমুখে জবাব দিয়ে স্টাফ রুমে এসে বসেন।

বিবেক বাবু গত ১৫ বছর এই স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। প্রতিটি ছাত্রছাত্রী আপাদমস্তক বিবেক বাবুর চেনা। কে শান্ত, কে দুরন্ত, কে স্কুলে কি টিফিন আনে, কে হোম ওয়ার্ক করে আনে? কে হোমওয়ার্ক করে না এ সবই তার নখদর্পনে। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের যতখানি ভালোবাসেন ছাত্র-ছাত্রী রাও ঠিক বিবেক বাবুকে ততটাই ভালোবাসে। আসলে তিনিই ছাত্র-ছাত্রীদের 'মুশকিলআসান'। ছাত্র-ছাত্রীদের যে কোন সমস্যার সমাধান তিনি নিমেষের মধ্যে করে দেন।

কডিডোর থেকে আচমকা একটা চিৎকার ভেসে আসে। ব্যাপারখানা কী? বিবেকবাবু কৌতুহলী হয়ে স্টাফ রুম থেকে বের হয়ে আসেন। ততক্ষণে ক্লাস ফাইভের অর্ণব কপালে হাত দিয়ে স্টাফ রুমের দরজায় এসে হাজির। পিছনে পিছনে অরিক ও আরো দু-তিনটি ছেলে।

-স্যার স্যার অরিক আমার কপালে একটা ঘুসি মেরেছে। খুব ব্যথা লাগছে স্যার।

-অরিক, সত্যি তুমি অর্ণবের কপালে ঘুষি মেরেছ?

-না স্যার আমি কিছু করিনি।

-না স্যার অরিক মিথ্যা কথা বলছে। আমরা সবাই দেখেছি ও ঘুসি মেরেছে। বাকি দু তিনটে ছেলে সমস্বরে বলে ওঠে। বিবেক বাবু অরিকের চিবুকটা আলতো করে তুলে ধরে চোখে চোখ রেখে বলেন

-সত্যি কথা বলতো বাবা, বন্ধুকে এইভাবে ঘুসি মারাটা কি ঠিক? কেন মারলে ওকে?

অরিকের চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে। জড়ানো গলায় বলে

-অর্ণব পিছন থেকে আমার ইউনিফর্মে পেন দিয়ে দাগ কাটছিল। নতুন ইউনিফর্ম। পেনের কালি দেখলে মা বকবে।

এবার বিবেক বাবু অর্ণবের চোখের দিকে তাকান। অর্ণব কোন উত্তর দেয় না মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

-অর্ণব তুমি অরিকে ইউনিফর্মে কালি দিয়ে অন্যায় করেছ, অরিক না তোমার বন্ধু! বন্ধুকে সরি বলো।

-সরি!

-আর তুমিও বন্ধুকে ঘুষি মেরে মস্ত অন্যায় করেছ। সরি বলো।

-সরি!
-দুজনে হ্যান্ডসেক কর।
অরিক আর অর্ণব দুজনে হ্যান্ডশেক করে।
যাও এবার দুজনে ক্লাসে যাও। আর যেন কোন অভিযোগ না শুনি।
দুজন হাত ধরাধরি করে সিঁড়ি বেয়ে ফাস্ট ফ্লোরে উঠে যায়। বিবেক বাবু ওদের দুজনের গমন পথের দিকে চেয়ে থাকেন।
ঢং ঢং করে টিফিনের ঘন্টা বেজে ওঠে। বিবেক বাবু স্টাফ রুম থেকে উঠে পড়েন। স্কুলের অন্যান্য স্যারেরা এই টিফিন টাইমে টিফিন করলেও বিবেক বাবু করেন না। তিনি এই সময়টা প্রতিটা ক্লাসরুমে টহল দেন। কেননা ছাত্র-ছাত্রীদের যত উৎপাত এই টিফিন টাইমে। ঝগড়া, মারামারি, একোয়াগার্ডে জল নেবার লাইনে ঠেলাঠেলি। তাই বিবেকবাবু অফ পিরিয়ডে টিফিন করেন। এই আধ ঘন্টা সময়টুকু অত্যন্ত সজাগ থাকেন।
প্রতিটি ক্লাসে উঁকি দিতে দিতে হঠাৎ ক্লাস ফাইভের দরজায় এসে বিবেক বাবুর চোখ আটকে যায়। জানালার ধারে ফার্স্ট বেঞ্চের কোণে বসে আছে অরিক আর অর্ণব। অরিক তার টিফিন বক্স থেকে এক টুকরো লুচি আর আলুভাজা ছিঁড়ে অর্ণবকে খাইয়ে দেয়। অর্ণব মুখ ভর্তি লুচি নিয়েই অস্ফুট স্বরে বলল, "আরে আর খাব না ভাই! সব যদি আমাকেই খাইয়ে দিলি তবে তুই কী খাবি? আমার জন্যও তো মা টিফিন দিয়েছে, এই দেখ।"
অর্ণব ব্যাগ থেকে টিফিন বক্সটা বের করে একটা কাটা আপেলের টুকরো তুলে ধরল অরিকের সামনে। "এই নে, এটা বরং তুই খা। বেশ মিষ্টি।"
"না রে, পেট ভরে গেছে," অরিক মাথা নাড়ে।
"আরে খা না!, অর্ণব জোর করে আপেলটা অরিকের মুখে পুরে দেয়।
বিবেক বাবু দরজার আড়ালে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখেন। মনে একটা অদ্ভুত শান্তি। ঠোঁটের কোণে একটা অদ্ভুত প্রশান্তির হাসি। এদেরকে দেখেই বিবেক বাবু উপলব্ধি করেন বয়স বাড়ার সাথে সাথে বোধ হয় শিশু মনের সরল রেখাটা একটু একটু করে সর্পিল কুন্ডলীতে পরিণত হয়। 'সরি' শব্দটা উচ্চারণ করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। 'ইগো' নামক একটা অদৃশ্য দেওয়াল সুষ্ঠ সম্পর্কের মাঝে খাড়া হয়ে ওঠে। অস্তিত্ব অপেক্ষা অহম্ বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু এদের পৃথিবী সম্পূর্ণ আলাদা।
বিবেক বাবু নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। সারা জীবন তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের ব্ল্যাক বোর্ডে অংক কষিয়ে এলেন, কিন্তু একটা ছোট্ট সরি মানে পরাজয় নয়, ফিরে পাওয়ার আনন্দ,-এই সহজ অংকটাকে নিজে বুঝতে পারেননি।
ঝনঝন শব্দ করে মোবাইলটা তীব্র স্বরে বেজে ওঠে। চমকে উঠে বিবেক বাবু পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে স্ক্রীনে চোখ রাখেন। উকিল বাবুর নাম্বার। বিবেক বাবু কাঁপা হাতে ফোনটা রিসিভ করেন। ওপাশ থেকে চ্যাটার্জি বাবুর পেশাদারি কণ্ঠ ভেসে আসে- "হ্যালো, বিবেক বাবু? কংগ্রাচুলেশনস! কাল ঠিক এগারোটায় কোর্টে চলে আসবেন। আপনাদের মিউচুয়াল ডিভোর্সের ফাইনাল হেয়ারিং। আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। আগামীকালই সব মিটে যাবে। আগামীকালই আপনি হবেন আইনিভাবে সম্পূর্ণ মুক্ত! কী, খুশি তো?"
বিবেক বাবু কোনো উত্তর দিতে পারেন না। তাঁর গলার কাছে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা যেন দলা পাকিয়ে আটকে যায়। ফোনের ওপাশে উকিল বাবু তখনো বকবক করে চলেছেন। আর এদিকে অরিক আর অর্ণব হাসাহাসি করে টিফিন ভাগ করে নিচ্ছে। বিবেক বাবুর চোখ থেকে কয়েক ফোটা জল ঝরে পড়ে। চশমার কাচটা ঝাপসা হয়ে আসে। পকেট থেকে রুমাল বের করে চশমা খুলে চোখের কোনটা পরিষ্কার করে নেন। বোঝেন আজ তার ভাঙ্গা সংসারটাকে জোড়া লাগানোর জন্য আর একটা 'সরি' ও অবশিষ্ট নেই। আসলে সবার জীবনে বিবেক মাস্টার থাকেন না। অন্তত বিবেক বাবুর জীবনে নেই। যদি থাকতেন তাহলে বিবেক বাবু হয়তো এতটা নিঃস্ব হতেন না।

স্বপ্ন হারা বুদন

বিজয় রুইদাস (প্রাক্তন ছাত্র, বাংলা বিভাগ)

আধপেটা খেয়ে সেই যে কাজে বের হল বুদন আর ফেরে নি... । আশা করেছিল কিছু না কিছু কাজ সে জোগাড় করে ফেলবে, কিন্তু হায় কপাল এই কী ছিল তার নিয়তিতে? বেচারা অসহায় মানুষটি তার স্বপ্নটিও পূরণ করতে পারলো না । এ যে বিরাট কোনো স্বপ্ন নয়, বিশাল কোনো চাওয়া নয় । এ তো সামান্য অধিকার মাত্র । কিন্তু বিধাতা যেন তার কপালে সুখ নামক বস্তুর সংযোজন করতেই ভুলে গেছেন ।

গত কয়েক মাস হলো তার কারখানার কাজ চলে গেছে। ঘরে তার পাঁচখানা পেট । বড়ো মেয়ে ক্ষুদি খুব পেটুক । বয়স তার বছর বারোর অধিক নয় । পেটে তার পাহাড় সমান খাবার ধরলেও চেহারায় সে ছিপছিপে গড়নের । গায়ের রং শ্যাম বর্ণ । মেজো মেয়ে রানু দশ বছরের, গোলগাল মুখ খানা । শরীর স্বাস্থ্য বেশ বলিষ্ঠ । চোখ গুলি ডাগর । আর কোলের শিশু সন্তানটি ছয় বছরের । বাপ মায়ে তাকে সোনা বলেই ডাকে । এই হল বুদনের জগৎ সাংসার । এই নিয়েই সে অতি কষ্টে দিন যাপন করে । আগের কাজের যা পুঁজি ছিল তা শেষ হয়েছে গত মাসেই । পেটের দায়ে ছাগল খানা সস্তায় বেচতে হয়েছে । তবুও অভাবের করাল গ্রাস থেকে তারা মুক্তি পায় নি । কয়েক দিন যাবৎ এবাড়ি ওবাড়ী মেগে পেতে তাদের কোনো মতে এক বেলার উদর পূর্তি হয় । আবার কোনো দিন না খেয়েই থাকতে হয় ।

কারখানায় শ্রমিকের কাজ করে যে মাহিনা পেত তাতে ওদের সকলের দুই বেলা দুমুঠো অন্ন ও কাপড় চোপড় হয়ে যেত । কারখানায় কাজ করে করে চল্লিশ বছর বয়সী বুদনের শরীরখানা একেবারে ভেঙে গেছে । যৌবনে সে বেশ বলিষ্ঠ ছিল । একাই দুই চার জনের কাজ অনায়াসে করে ফেলত । ছেলেবেলায় বাবা মা তাকে একা ফেলে বিদায় নিয়েছিল । সেই থেকেই সে রাধে কাকার সাথে কারখানায় যোগ দেয় । যৌবনে পাশের পাড়ার মা মরা সৎ মেয়ে লতা-কে জীবন সঙ্গিনী করে ঘরে আনে বুদন । বেশ হাসি খুশিতেই কেটেছে তার তেরো বছরের সংসার জীবন । বহু বাধা বিপত্তি অনায়াসে কাটিয়ে এসেছে দম্পতি । কোনো দিন তাদের সংসারে অশান্তি হয় নি বললেই চলে । বেশ মানিয়ে গুছিয়ে নিয়েই তারা চলত । বাপুতি সম্পত্তি বলতে বুদন পেয়েছিল শুধু জীর্ণ ফাটল ধরা কুঁড়েঘর খানা । সেটাই তাদের সুখের রাজপ্রাসাদ ।

গত বছরের দুর্ভিক্ষের ফলে জিনিস পত্রের দাম চড়া । বাজারে দৈনন্দিন জিনিসের দাম আগুন, আর রোজগারে মন্দা দেখা দিতেই হাহাকার পড়ে গেল চারি দিকে। কারখানার কাজ কমে এল। কাজ থাকলেও কম পারিশ্রমিকে তাদের খাটিয়ে নিত । আর প্রতিবাদ করলেই কপালে জুটত মার ও অপমান । অনেক সহ্য করার পর বিদ্রোহী হয়ে উঠল শ্রমিকরা। তারা আন্দোলন করল নতুন মালিকের বিরুদ্ধে। আগের মালিক তাদের কখনোই অন্যথা করেনি । কিন্তু ভালো মানুষের স্থান সেখানে নেই । তাকে বদলি করে দেওয়া হলো । যে সমস্ত শ্রমিকরা মালিকের মন যুগিয়ে চলতে পারল তারাই রইলো কারখানায় । আর বাকিরা ধর্মঘটে বসল । কিছু জন অনশনও করলো । কিন্তু পুলিশ প্রশাসন এসে তাদের হটিয়ে দিল । কেশ এর জেরে জেল খানায় নিয়ে যাওয়া হলো শ্রমিক নেতাদের । আন্দোলন ভঙ্গ হলো । ভাটা পড়লো তাদের রুজি রোজগারে, টান পড়লো পেটে ।

তার সঙ্গিনী লতা শারীরিক বৈশিষ্ট্যেও লতার মতোই রোগা পাতলা। সংসারের সাত ঝামেলা সে একাই সামলায়। কোনো কোনো দিন তাকে না খেয়েই কাটাতে হয়। এই অভাবের দুনিয়ায় সে বহু কষ্টে স্বামী ও সংসারের বলবৎ কান্ডকে জড়িয়ে ধরে বেঁচে রয়েছে । ছেলেমেয়েদের মুখ পানে বিহ্বল ভাবে সে চেয়েই থাকে । অনেক কষ্ট সহ্য করে সে এই গরীবের সংসারে মানিয়ে নিয়েছে । বামী পিসিদের ঘরে ধার করে আনা এক সের চালের রান্না হয়েছিল কাল । ছেলেরা গত রাত্রে একটু শাক ভাজা আর ডাঁটা চচ্চড়ি দিয়ে দুটি ভাত পেটে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল । যে দুটি ভাত বেড়েছিল তাই লতা না খেয়ে স্বামীর জন্য জল দিয়ে রেখে দেয় । সে নিজে

থেকেছিল অভুক্ত। কিন্তু চিন্তা হল আজ পাতে দুটি অন্ন যোগাবে কী করে? রোজ রোজ পাড়া প্রতিবেশীদের থেকে ধার চাইতেও বাধে তাকে। কিছুক্ষণ চুপ করে এক দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে রইল লতা। স্তব্ধতা ভেঙে নিজেই কথা পাড়ল, করুণ সুরে বললো, "ওগো, আজ কিছু উপায় না হলে ছেলেপুলেরা না খেয়ে থাকবে যে"
"কারখানার ধর্মঘট মনে হয় আর উঠবে না গো। দেখি মোড়ের কোনো দোকান পাটে কাজ মিলে কিনা।"
(তীব্র রাগে) "বলি কী দরকার ছিল তোমার আন্দোলন করার, জানো না ওরা কত বড়ো মানুষ। পেরে উঠবে নাকি ওদের সাথে?"
"তাই বলে তো অন্যায় সইতে পারিনে। ওরা আমাদের উপর জোর জুলুম করবে, গায়ে গতরে শাস্তি দেবে- তা এসব মানি কী করে শুনি?"
কথার মাঝে তাদের মনের ক্ষোভ, দুঃখ, জ্বালা বেরিয়ে পড়ে। পর মুহূর্তেই আবার ভালোবাসার সারল্য ফুটে ওঠে। নমনীয় হয়ে স্ত্রীকে বলে, "লতা কাল রাত থেকে তুমি কুটিটি দাঁতে কাটোনি তাই না? বড়ো অভাগা আমি। ছেলে বৌকে দুমুঠো খেতে দিতেও পারিনে।" দুঃখে কষ্টে মন ভারী হয়ে আসে বুদনের। স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে তারও চোখ ছল ছল করে ওঠে। ছোটো থেকে যে কারখানাকে সে নিজের জীবিকার মাতৃভূমি ভেবেছে। সেই কারখানার নতুন মালিক ও তার সৈন্যবর্গ আজ তাদের নাস্তানাবুদ করে তুলেছে। কিছুদিন তারা সদর্পে সকল শ্রমিক আন্দোলন করছিল। কিন্তু পেটের দায়ে একে একে সবাই দুমুঠো ভাত জোগাড় করতে, রোজগার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। স্ত্রীর দিকে তাকিয়েই সে এত কথা ভাবছিল। হঠাৎ স্তব্ধতা ভেঙে স্ত্রী বললো- "কী গো কথা কইছো না যে? কী এত ভাবছো?"
"কিছু না, আমি যাই দেখি কিছু ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।"
চলমান স্বামীর দিকে তাকিয়েই থাকে লতা। তার দুই চোখের কোণে বিন্দু বিন্দু জল জমা হয়েছে। ক্ষুধায় সে আত্মহারা হয়ে যায়।
প্রায় আড়াই তিন কিমি হাঁটা পথ পেরোলে তবেই তাদের কয়েকটি গ্রামের একমাত্র বাজার। সেই দোকান পাট পেরিয়ে রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখান থেকে মিনিট কুড়ি পথ গেলেই তার পূর্বের কর্মস্থান। এখান থেকে শুধু কারখানার চুড়ো দেখা যায়। বুদন সেদিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। বুক ফেটে তার দুই চক্ষু দিয়ে অশ্রু বেরিয়ে আসেতে চায়। মোড়ের চারিদিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে নেয়। অনেক ভেবে চিন্তে সে মিষ্টি দোকানি অসীমের পা দুটো জড়িয়ে ধরে ফেলে। অসীম কিছু বুঝে ওঠার আগেই হাও মাও করে কেঁদে বুদন বলে, "দাদা তোমার দুখান পায়ে পড়ি। আমার ছেলে মেয়েরা তিন চার দিন হলো পেট পুরে খেতে পর্যন্ত পাইনি। কিছু একটা কাজ দাও দাদা।" বুদন মানুষটি খুব সৎ, খুবই মিশুকে। কোনো দিন কারোর সাথে খারাপ ব্যবহার পর্যন্ত করেনি। প্রতিদিন কারখানার কাজ সেরে এই পথে বাড়ি ফেরার সময় বুদন সবার সাথেই কথা বলে বলে যেত। অসীম তাকে না বলতে চাইলেও বলতে পারলো না। তার দোকানে কাজের লোকের কোনো প্রয়োজন ছিল না। তাও তাকে দৈনিক ষাট টাকার পারিশ্রমিকে কাজে রাখলো। আর সাথে একবেলার খাবারও দিল।
বুদন - তোমায় শত কোটি পেন্নাম দাদা। আমায় রক্ষা করলে তুমি।
অসীম - ঠিক আছে বুদন, তুই এখন কাজে লেগে পড় তো দেখি।
বুদন - কী কাজ দাদা?
অসীম - ওই কাঠ গুলো ফালি করে নিয়ে আয়, রসটা গরম করতে হবে।
আনন্দে বুদনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, চোখের কোণে উল্লাসের জল চিকচিক করে ওঠে। সে কাঠ কাটার আগে অত্যন্ত রোমাঞ্চকর আনন্দের সাথে নিজের ছেলে মেয়েদের কথা ভাবে। নিজের গিন্নির কথা ভাবে। তার ছেলেরা কত দিন পর দুমুঠো পেট ভর্তি অন্ন পাবে। অভুক্ত গিন্নির হাতে গর্বের সাথে তুলে দেবে মাইনের টাকায় কেনা চাল। পরক্ষণে বড়ো মেয়ের কথা ভেবে তার মন আরও চঞ্চল হয়ে ওঠে।

মনে মনে সে ভাবে, আহারে বড়ো টি আমার ভারী পেটুক। ফ্যান ভাত খেতে বড্ড ভালোবাসে। আজ তরকারি না থাক দুটো আলু সেদ্ধ করে ফ্যান ভাত করে তারা আজ মন ভরে খাবে। অভুক্ত থাকার বিষন্নতাকে পরাজয় করে তারা ভোজন করবে ভর পেট।

"কইরে দাঁড়িয়ে রইলি যে বড্ড? কাঠ কাটতে পারবি নে বুঝি?" অসীম দোকানের ভেতর থেকে চিৎকার করে ওঠে।

"হ্যাঁ দাদা পারবো বৈকি, কাজ করার জন্যেই তো এইচি?"

"তাড়াতাড়ি কর নয়তো বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়ে যাবে"

পেটের ক্ষুধার জ্বালায় সে চটপট কাঠ কেটে নেয়। উনুনে কড়াই বসিয়ে জাল দিতে থাকে। সারা শরীর ঘামে ভিজে যায় তার। কষ্টে দম বন্ধ হয়ে আসে। কখন সেই সকালে এক মুঠো পান্তা ভাত পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে খেয়ে এসেছে। সে কি আর পেটে আছে? কাজের মাঝেই তার মন চলে যায় সংসারের দিকে। আরও ভাবতে থাকে সে, সন্ধ্যায় বাড়ি যাবার পথে সে কিছু কলমি শাক রায়দের ডোবা থেকে তুলে নিয়ে যাবে। আলু সেদ্ধ কলমি শাক আর গরম গরম ফ্যানভাত। ভাবতেই মন উতলা হয়ে আসে। দোকানে বসেই সে ভাতের মাড়ের গন্ধ পায়। দুপুরে দোকানি যে মিষ্টি কচুরি তাকে খেতে দিল তার একটা খেয়ে বাকি সব পুরানো নোংরা গামছায় বেঁধে রাখে ছেলে মেয়ের জন্য। "আহাগো ঠাকুর আজ আমার পোলাপানেরা কত ভালো মন্দ খাবে। আমার যে কী আনন্দই হচ্ছে..." ভাবতে ভাবতে বুদন খাবারের ঠোঙা নিয়ে যেই বট গাছের পাশে থাকা কল তলার দিকে পা বাড়ায় অমনি রাস্তায় এসে দাঁড়ায় এক পুলিশের ভ্যান। কয়েকজন দারোগা ও এক অফিসার তাকে টেনে হিঁচড়ে ভ্যানে তুলে। কোনো অপরাধের বর্ণনা না দিয়ে তাকে মারতে মারতে বলে, "আন্দোলন করবে না। চল আজ তোর আন্দোলন শেষ হবে। তোর জীবনের আন্দোলন..." মার খেতে খেতে বুদন রাস্তায় পড়ে যাওয়া খাবারের ঠোঙার দিকে তাকিয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে। তার চাহনির মধ্যে ছিল হাজারও দুঃখের কারণ হাজারও স্বপ্নের বীজ। পরের দিন থেকে তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না... তবে কী বুদন???

We Pray to Maa Durga in Temples, But Do We Respect Women?

Sneha Mishra
(4th Semester, English Department)

Every year during Durga Puja, we dress in new clothes, stand in long queues before beautifully decorated idols, and fold our hands before the image of a fearless goddess. We call her 'Shakti'—the embodiment of courage and strength. We admire her courage as she destroys evil. For a few days, the streets glow with devotion to a powerful woman.

But when the lights fade and the idols are immersed, something unsettling remains. The same society that celebrates a warrior goddess often teaches its daughters to walk carefully at night, to share their live location, to avoid certain streets, to 'adjust' and 'ignore'. It is a strange contradiction. We glorify feminine power in mythology, yet hesitate to accept it in reality.

The issue is not faith. Faith can inspire strength. The issue is the gap between symbolism and lived experience. It is easier to worship a divine figure than to respect a woman who speaks about freedom, demands equal opportunities, or refuses to remain silent. The goddess is powerful because her story is already written. Real women are powerful—and that often unsettles established norms.

If we truly believe in 'Shakti', then that power must not remain confined to idols and rituals. It must exist in classrooms where girls are encouraged to lead, in workplaces where their voices are valued, and in homes where their choices are respected.

Respect cannot be seasonal. Safety cannot depend on the calendar of festivals. Honouring the feminine begins not with grand celebrations but with everyday actions—listening without dismissal, supporting without condition, and ensuring that no woman has to shrink herself to feel secure.

Until reverence transforms into equality, our worship remains incomplete.

The Magical Number 58

Arup Kumar Duary, 4th Sem. English Department

In our daily life, we use a lot of numbers, letters, and symbols. But we do not pay attention to anything specific. I was also in this category of people. However, my HS 2024 result completely changed my perspective. From that day, I started to focus on a particular number. This number may be a random digit to everyone, but in my case, it is the luckiest number for me. This digit has a mystery in my life.

On 8th May, 2024, my HS 2024 result was published. I got 458 marks out of 500. Earlier, I had scored 658 marks in Madhyamik 2022. Let's find a similarity between these two numbers. Certainly, your answer will be 58. Do you want to call it just a coincidence? But my answer is that 58 is my destiny. Initially, due to the similarity of 58, I used it only to remember my Madhyamik and HS marks. But later, a few incidents completely changed my mindset.

I also want to mention a shocking incident from my college verification day. On that day, our respected madam, Atasi Sahoo, was scrutinizing my Madhyamik and HS mark sheets. Our ma'am surprisingly asked me, "Did you get similar marks in MP and HS?" At that moment, my answer was clear that the last two digits of my marks (58) were the same.

In the last week of August 2025, I felt a strong connection with that number. I felt this number with both my heart and mind. This August brought two government job opportunities in my life. On 22nd August, 2025, I was selected for the post of Group D in Commercial Courts at Calcutta. After three days, on 25th August, I was selected as a Navik GD in the Indian Coast Guard. Behind the selection in these two government jobs, the digit 58 is deeply interconnected. Let's discuss:

In the Commercial Court recruitment exam, I got 58 marks. This mark kindled a little hope in my mind, and I was called for an interview. There was only one vacancy allocated for the Scheduled Caste (SC) category. I was 16 marks behind my competitor, so I lost hope. I thought of not attending the interview process, as the selection seemed quite impossible. However, due to family pressure, I appeared before the interview board. My interview went well. My mind kept telling me that something miraculous might happen.

On the result day, I was confused when I saw my name in the first position for the SC seat in the final panel. Yes! I won. I got 19 marks in the interview and led by 1 mark in the final list. Then I reconfirmed everything and took a breath of relief. In my mind, I expressed my gratitude to 58.

The other incident is related to my ICG Stage II process. In this stage, the digit 58 encouraged me to face all difficulties with strong determination. It inspired

me to fight with all my efforts. This number 58 was tied to my chest, and it strengthened my spirit. Actually, *58 was my chest number* for the ICG 1600 m race. Before this exam, I was sure that I could not finish the race because I had a serious injury in my left leg. I felt deep pain whenever I tried to run. Even one day before the exam, there was no improvement in my condition.

But when I wore my chest number, I determined that I must do it. During the race, I did not face any severe issues and kept moving forward. Still, I was unsure whether I could complete it. However, I did not lose my spirit and finally finished the race on time.

On the final result day, 25th August 2025, I was fully confident because I had already been selected for a State Government job. While entering my data, there was no trembling in my hands. The result website opened, and in green colour, it showed "Shortlisted" and "Congratulations." Below all the details, there was something like a love letter—actually my joining letter. The warm touch of 58 helped me to be shortlisted in Stage II and ultimately qualify for the final selection.

Thus, the number 58 has gained popularity in my mind and a special place in my heart. It is not just a number but also a symbol of my success. Whenever I see this auspicious digit, I gain indomitable courage and high spirits. This number teaches me not to give up, whatever the circumstances may be. Now, I try to find this number in my exam admit cards, results, or any official documents. Readers may say that it is just a coincidence, but for me, it is my destiny.

The Happiness I Left Behind

Suman Mandal (Department of English)

I am a village boy and my childhood was full of beautiful memories in my village. I enjoyed every moment of my life there. The village was full of natural beauty, peace, and happiness. Every morning I woke up with sweet sounds of birds and the fresh smell of the soil. I felt the gentle stormy winds, watched the colorful rainbow in the sky after rain. The green paddy fields stretched far and wide and looked like a green ocean under the bright sunlight. The fields were not just land to us; they were a part of our life and our happiness.

During the rainy season, the village looked even more beautiful. When it rained, the rainwater slowly dropped from the roof of our small cottage. I loved sitting near the door and watching the rain falling on the ground. The sound of raindrops was like sweet music to my ears. Often I ran outside with my friends and played in the rain. We laughed, shouted and enjoyed every moment without any worry. The smell of the wet soil after rain was something very special. That smell gave a feeling of peace and joy that is hard to explain in words.

Every afternoon, I played different games with my friends in the open field. We played football, hide-and-seek and many other village games. Those moments created a strong bond of friendship and love among us. Here is the transcription of the handwritten text from the image:

But now a days, my life has changed a lot. I live far away from my village in a busy city. The city is full of buildings, noise, and crowds. There are many modern facilities here, but something important is missing. I cannot enjoy the natural beauty that I once had in my village. I cannot sea the wide green paddy fields, the colorful rainbow in the open sky, or the flowery blooming freely in nature. I also cannot smell the sweet fragrance of the wet soil after rain. Now a days, I often stay alone and look at the mobile screen. There are many games on the phone but they cannot give the same happiness as playing together with friends in open field. Life in the city sometime feels boring and lonely.

Whenever I remember my village, my heart becomes full of emotion. I miss my childhood days very much. I miss my firm friends, the green fields, the rain, and my small cottage. Those days were simple, but they were full of true happiness. Deep in my heart, I always wish that I could go back to those old days again. I want to return to my village, sit in my little cottage, feel the cool village wind, and experience that pure happiness once more.

মেয়েরা নয় কখনও বোঝা

বর্ষা রায় (ষষ্ঠ সেমিষ্টার) ভূগোল বিভাগ

কি অপরূপ দেশ আমাদের ভারতবর্ষ চারিদিকে শস্য শ্যামলা, ভারতবর্ষ যাকে আমরা ভারত মাতা বলে থাকি। আজ থেকে কয়েকশো বছর আগে যেই ভারত মাতা কে রক্ষা করার জন্য হিংস্র রাক্ষসরুপী ব্রিটিশের হাত থেকে ,কবর থেকে রক্ষা করার জন্য অসংখ্য প্রাণ ত্যাগ করেছে তাদের জীবন বলিদান করেছে। শুধু তার জন্মভূমি, জন্মমাতা ভারতমাতা কে বাঁচানোর জন্য । কিন্তু কী অদ্ভুত ব্যাপার,আচ্ছা ভেবে দেখেছেন কি কেউ? সে কিন্ত একজন নারী ,আজ বর্তমান দিনে মানুষের ভাবনা চিন্তা এতটাই কলুষিত হয়ে পড়েছে যে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

শুধু তার জন্মভূমি জন্ম মাতৃ কে বাঁচানোর জন্য তাদের জীবন বলিদান দিয়েছে। আজন্ম মাতাকে বাঁচানোর জন্য এত সংগ্রাম সেও কিন্তু একজন নারী অথচ দিন দিন মানুষের ভাবনা চিন্তা কলুষিত হয়ে পড়ছে। বেড়ে যাচ্ছে নারী নির্যাতন, অত্যাচারিত নিপীড়িত হচ্ছে নারীরা। যেখানে মানুষ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আরাধনা করছেন দেবী দুর্গার সেখানে বাড়ির দুর্গাকে নির্যাতিত হতে হচ্ছে।

অবাক করার বিষয় এই যে তিন বছরের একজন ফুটফুটে শিশু সেই নির্যাতিত নিপীড়িত অত্যাচারে র হাত থেকে রক্ষা পায়নি। রক্ষা পায়নি একজন বৃদ্ধ, একজন বৃদ্ধ বয়স্ক মহিলা দিন দিন বেড়েই চলেছে। মেয়েদের উপর করা অত্যাচার প্রবল ভাবে এর মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে । আবার কী মজার হাস্যকর জিনিস এই যে আমরা না কী আবার ৮ই মার্চ পালন করি বিশ্ব নারী দিবস ওমেন্স ডে ভাবার বিষয়। কিন্তু ? একদিনই কেন পালন করা হবে নারী দিবস কেন প্রতিদিন নয়, কেন নয়?

এক মা দশ দিন দশ মাস গর্ভে ধারণ করে গর্ভ যন্ত্রণা সহ্য করে এক নতুন প্রাণকে জন্ম দিয়েছে। সৃষ্টি হচ্ছে নতুন জীবন। সেই মাকে করা হচ্ছে অত্যাচার বৃদ্ধ বয়সে যেখানে সবচাইতে বেশি প্রয়োজন তার আত্মীয় নিজের সন্তান সেই সময় তার হাত ছেড়ে দেয়া হচ্ছে, তাকে পাঠানো হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমে , কারন নাকি

তখন নাকি সেই মা হয়ে যাচ্ছে তাদের কাছে বোঝা, বাড়তি খরচ, এক বড় সমস্যা। কি অদ্ভুত তাই না!

এই হচ্ছে আমাদের আধুনিক যুগে মানুষের ভাবনা চিন্তা। কিন্তু মেয়েরা পিছিয়ে নেই আজ তারা দেখিয়ে দিয়েছে। যে কাজ ছেলেরা করতে পারে ঠিক সেই একই কাজ মেয়েরা করতে সক্ষম। আজ তারা বিমান চালাচ্ছে, ট্রেন চালাচ্ছে, জাহাজ চালাচ্ছে, গাড়ি চালাচ্ছে- সবথেকে বড় কথা এই যে, আমাদের এই দেশকে চালাচ্ছে মেয়ে যে কিনা রাজনৈতিক পথে রয়েছে। কিন্ত তাও এই অত্যাচার নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। শুধুমাত্র সমাজে থাকা কয়েকজন হিংস্র রাক্ষসের জন্য তাদের শেষ করলে আমাদের সমাজ আমাদের দেশ হয়ে উঠবে সুন্দর সুস্থ, কারণ মেয়েরা অবলা নয়, বোঝা নয়।

এক মেয়ে হল অপ্সরা। সবথেকে বড় জিনিস হলো কোনো কিছু হলে সবথেকে আগে মেয়েদের দোষ দেখা হয়, মেয়েরা বেশি কথা বললে তাদের বাচাল বলা হয় , আবার কম কথা বলে বলা হয় অহংকার বেশি। মেয়েরা যাই করুক সে যদি তার নিজের মনের মত কোনো কিছু করতে যায় সেখানেও তার দোষ দেখা হয়। আসলে অনেক আগে থেকেই সমাজ তাদের এই অবস্থায় এনে রেখেছে, মেয়েদের একটা কথা বেশি শুনতে হয়, তাদের নাকি নিজের বাড়িটা নিজের নয়, তাদের বাড়ি অন্য কোথাও। আসলে মেয়েদের কোনো নিজের বাড়িই হয় না। অথচ একটা পরিবার তখন সুসম্পূর্ণ হয় যখন তার বাড়িতে একটা মেয়ে আসে। যেখানে মা লক্ষ্মী কে সবাই চায় ঘরে রাখতে , সেখানে অদ্ভুত মানুষ তাদের বাড়িতে লক্ষ্মী রুপী মেয়েকে বোঝা মনে করে। একটা মেয়েরও তো খোলা আকাশের নীচে স্বাধীন ভাবে বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে থাকার অধিকার আছে। কিন্তু পারে না? কিন্তু কেন? এই কেনর কী অবসান হবে? একটা ছেলে রাত ২টার সময় বাড়ি আসতে পারে তার সেটা অধিকার, তাকে কিন্তু কেও প্রশ্ন করে না কেনো এত দেরি হলো? তাকে কিন্তু হাজার প্রশ্নের সম্মুখীন

হতে হয় না। কিন্তু একটা মেয়ের যদি রাত ৭ টার জায়গায় ৮ বেজেছে সেখানে তাকে হাজার প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু কেন হয় ভেবে দেখেছেন? মেয়ে মানে অবলা নয়, অবলা বলে বলে তাকে সমাজে থাকা কিছু মানুষ অবলা করে তুলেছে। যেখানে গোটা ভারতবর্ষ চলছে এক মেয়ের দ্বারা, সেখানে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যে সব মানুষ ভাবেন যে মেয়ে মানে বোঝা, মেয়ে মানে অবলা, তাঁদের উপর যা কিছু করা যায়- তাদের এই ভুল ধারণা বদলানো উচিৎ। এক মেয়ে যে কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা রাখে একটা ছেলে কখনও সেই কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা রাখেনা। তাই আজও যারা এই সব খারাপ চিন্তা মেয়েদের নিয়ে ভেবে রেখেছে তাদের ভাবনা অবশ্যই বদলানো দরকার। তবেই আমাদের সমাজ সুন্দর সুস্থ হবে কারণ এইখানে সবার মানসিকতা এক নয় । আজ অসম্ভব কাজকে সম্ভব করে তুলেছে মেয়েরা। ছেলেদের থেকে কোন অংশে কম নয় সে। এক নারী যেমন রান্না করতে পারে সে তেমন ওই হাত দিয়ে মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে, প্লেন চালাতে পারে, ট্রেন চালাতে পারে, পারে আরো অনেক কিছু। তাই যে রাঁধে সে চুল ও বাঁধে। মেয়েরা নয় কখনও বোঝা।

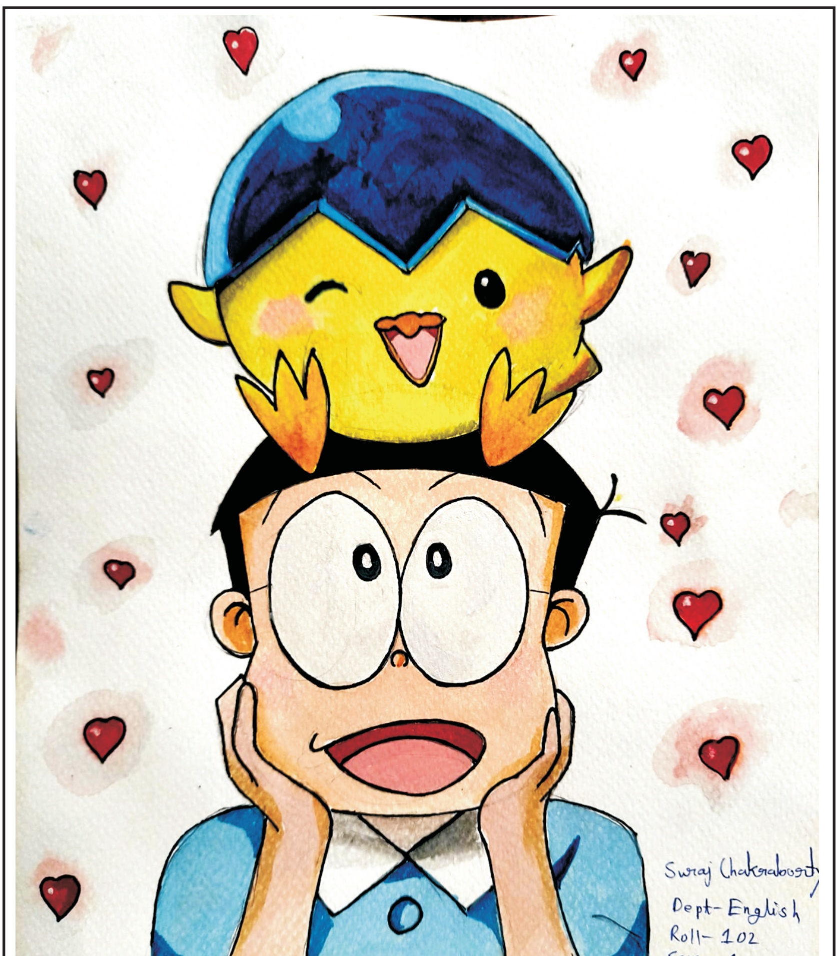

সমালোচনার সার

জয়দীপ কুমার দে, শিক্ষক, বাংলা বিভাগ

আমরা মনুষ্য, একে অপরের সম্পর্কে ঠিক কখনো না কখনো কোনো বিষয় নিয়ে চর্চা বা সমালোচনা করেই থাকি । তা সে ভালো হোক কিংবা মন্দ - যে কোনো বিষয় নিয়ে হতে পারে । তাই আমরা কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলি না । তা সে যেই হোক মা কিম্বা বাবা, ভাই কিম্বা বোন, শ্বশুর কিম্বা শাশুড়ি, স্বামী কিম্বা স্ত্রী, পুত্র কিম্বা কন্যা অথবা অন্য সম্পর্ক নতুবা পরিচিত, অপরিচিত, নিজের অথবা পরের কোন ব্যক্তি প্রত্যেকে প্রত্যেকের সম্পর্কে চর্চা বা সমালোচনা করেই থাকি---এটা কেউ স্বীকার করুক বা নাই করুক, কথাটি কিন্তু চিরসত্য । আসলে কেউ কাউকে ছেড়ে যেমন কথা বলে না, তেমনি সামনে হোক কিংবা পিছনে তার সম্পর্কে সমালোচনা করতেও কেউ ছাড়ে না । আসলে কাউকে ছেড়ে কথা বলা কিংবা সমালোচনা করতে না পারা কেমন যেন তাদের কাছে বোকা বোকা বলে মনে হয় । তখন তারা মনে করে কীভাবে তাদের গায়ের জ্বালা বা আশ নিবারিত হবে ? তাই বলা যায় সমালোচনা হল সেই গায়ের জ্বালা বা আশ মেটানোর একটি উপায়--অন্তত আমার যা মনে হয় ।

সমালোচনা কথার অর্থ যদিও সম্যক আলোচনা তবে সমালোচনা বলতে সাধারণ ভাবে আমরা যা বুঝি তা হল সাহিত্য সমীক্ষা । ধর্ম, সমাজ, পরিবার, অর্থ, রাজনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, নৃত্য, অভিনয়, খেলাধুলা, কর্মক্ষেত্র ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রভৃতি যে কোনো বিষয় নিয়েই সমালোচনা হতে পারে । আমরা এখানে কর্মক্ষেত্র ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিষয়ে সমালোচনার কথা আলোচনা করব । আমাদের মধ্যে সচরাচর যে বিষয়ে সমালোচনার কথা প্রায়শই উঠে আসে সে সম্পর্কে আলোকপাত করতে আমার এই মতামত --যা আপনাদের কাছে তুলে ধরছি । যেহেতু এখানে সাহিত্য সমীক্ষা কিম্বা অন্য কোনো বিষয়ক সমীক্ষার সম্যক আলোচনা করা হচ্ছে না সেহেতু এখানে সমালোচক বলতে সাহিত্য সমালোচক নয় কিম্বা অন্য কোনো ক্ষেত্রের সমালোচকের কথাও নয়, এখানে মূলত যে ধরনের সমালোচকের সমালোচনার কথা বলা হবে তিনি আদতে আপনি, আমার মতো অথবা অন্য কেউ । তাই আমরা সবাই এক একজন সমালোচক । এই সমালোচক হওয়ার জন্য কোন সরকারি কিম্বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সম্মানীয় অথবা যোগ্য কোনো পদের দরকার হয় না । যে কেউ এই পদে আসীন হতে পারেন । এর জন্য কোন পারিশ্রমিক লাগে না অথবা কাউকে কোনো পারিশ্রমিক দিতেও হয় না । যে কেউ যে কোনো সময়ে সমালোচকের স্থানে উত্তীর্ণ হতে পারেন এবং কারো সম্পর্কে সমালোচনা করতেই পারেন । তবে এখানে সমালোচনার অর্থ দাঁড়াচ্ছে সম্যক আলোচনা । ইংরাজীতে যাকে আমরা বলি "Criticism".

সাধারণ মানুষ গ্রামবাংলায় এই সমালোচনাকে 'চর্চা' বলে অভিহিত করে থাকেন । চলতি কথায় যাকে বলা হয় PNPC অর্থাৎ 'পরনিন্দা পরচর্চা' । অর্থাৎ পরকে নিয়ে নিন্দা করা, পরকে নিয়ে চর্চা করা । এই পরকে নিয়ে নিন্দা ও চর্চা করাটাই হলো তাদের কাছে এক রকমের সমালোচনা করা । এখানে নিন্দা শব্দের অর্থ হলো মন্দ বা খারাপ কিছু । কুৎসা রটনাকেও এই নিন্দা তথা সমালোচনা অর্থে প্রযুক্ত করা যেতে পারে । তবে যারা এ ধরনের নিন্দা বা সমালোচনা করে থাকেন তাদেরকে ঠিক সমালোচক না বলে নিন্দুক বলাই ভালো । এই নিন্দুকের নিন্দা করা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সুন্দর বক্তব্য এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে । উদ্ধৃতিটি হল---" নিন্দুকেরা খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে ।" এটি তাঁর 'লিপিকা' নামক গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'তোতা কাহিনী'র অংশ বিশেষ । একথা সত্য যে নিন্দুকেরা খেতে পায় না বলেই তো মন্দ কথা বলে । তাই জেনেই হোক কিংবা না জেনেই হোক কারো সম্পর্কে মন্দ কথা বলাটাই হল এক ধরনের সমালোচনা করা, যাকে নিন্দা করা বোঝায় ।

স্বভাবতই এখান থেকে নিন্দুকের স্বভাব সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল হতে পারি । নিন্দুক হল তারাই যাদের কাজই হলো কেবল নিন্দা করে বেড়ানো । আমি, আপনি, আমরা সবাই কারো না কারো সম্পর্কে মন্দ কথা

বলি । এর মানে তার সম্পর্কে আমরা সমালোচনা করি অর্থাৎ তাকে বা তার নিয়ে অপরের কাছে নিন্দা করি । তবে তার মানে এই নয় যে আমরা কেউ খেতে পাই না আর সেই জন্যেই নিন্দা করে বেড়াই । আসলে খেতে পাক আর না পাক নিন্দুকের স্বভাবটাই যেহেতু নিন্দা করে চলা সেহেতু বিত্তশালী থেকে দরিদ্র পরিবারের প্রতিটি মানুষ এই নিন্দা করে চলে, মন্দ কথা বলে--অর্থাৎ সমালোচনা করে । তাই তিনিও এই অর্থে নিন্দুক বা সমালোচকের গোত্রভুক্ত । রবীন্দ্রনাথের উক্ত মন্তব্যে নিন্দুক সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তাতে তোতাপাখি তথা বর্তমান শিক্ষার্থীদের শিক্ষাব্যবস্থায় যারা কর্ম পায়নি তারা ঈর্ষাবশত কাজ পাবার আশায় মিথ্যা কথা রটিয়ে বেড়ায় । ভাগিনার কথা থেকে জানা যায় নিন্দুকদের কাজ না থাকার জন্যই তারা খেতে পায় না । আজকের সমাজব্যবস্থায়ও সেই একই জিনিষ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । এখানে অনেকেই কাজ না পাবার জন্য নিন্দা বা সমালোচনা করে বেড়াচ্ছে আর যাদের কাজ আছে তারাও তো সমান ভাবে সেই নিন্দা বা সমালোচনা করে বেড়াচ্ছে । এখানে বলা বাহুল্য স্বার্থপর মানুষের স্বার্থে যারা হানি ঘটায় তারা চিরকালই মানুষের কাছে নিন্দুক বলে পরিগণিত হন । এ তো গেল নিন্দা বিষয়ক নিন্দা বা সমালোচনার কথা ।

এবারে আসা যাক পরকে নিয়ে প্রশংসা করা, পরকে নিয়ে ভালো কথা বলা-- এও তো এক প্রকারের সমালোচনাই করা । যাকে গ্রামবাংলায় চর্চা বলেই অভিহিত করা হয়ে থাকে । এখানে প্রশংসা শব্দের অর্থ হলো ভালো কিছু । এই ভালো কিছু বা প্রশংসনীয় কিছু রটনাকেও সমালোচনা অর্থে প্রযুক্ত করা যেতে পারে । এখানে সমালোচনাকে নিন্দা বলা যাবে না । কারণ যে সমালোচনায় নিন্দনীয় কিছু চর্চা করা বোঝায় সেই সমালোচনাকে নিন্দা জাতীয় সমালোচনা বলা হয়ে থাকে । আর যে সমালোচনায় গর্হিত বা প্রশংসনীয় কিছু চর্চা করা বোঝায় সেই সমালোচনাকে গর্হিত বা প্রশংসা জাতীয় সমালোচনা বলা হয়ে থাকে । এই বিশেষে সমালোচনাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে---

১.নিন্দনীয় সমালোচনা ২.প্রশংসনীয় সমালোচনা

এর মধ্যে নিন্দনীয় সমালোচনাকারীদের যেমন খুব সহজেই নিন্দুক বলা যেতে পারে তেমনি প্রশংসনীয় সমালোচনাকারীদের নিন্দুক না বলে সমালোচকই বলতে হবে । কারো সম্পর্কে না জেনে ভালো কথা বলা বা তার সম্পর্কে প্রশংসনীয় কিছু বলা যায় না, জেনে তবেই বলতে হয় । শুধু নিন্দা নয়, প্রশংসা করাও এক ধরনের সমালোচনা । এক্ষেত্রে তিনি নিন্দুক নন, সমালোচক ।

এখন এই নিন্দুকের সঙ্গে সমালোচকের মিলটি হল উভয়েই সমালোচনা করে, চর্চা করে আর অমিল টা হল নিন্দুক 'নিন্দা' করে সমালোচনা বা চর্চা করে আর সমালোচক 'প্রশংসা' করে সমালোচনা করে বা চর্চা করে । তাই নিন্দা ও প্রশংসা যাই হোক না কেন দুই ই সমালোচনা । আশ্চর্যের বিষয় এই যে দুই সমালোচনায় সমালোচকেরা যাকে নিয়ে সমালোচনা বা চর্চা করেন (অর্থাৎ যিনি সমালোচনার পাত্র) তাকে সামনে রেখে তার কোনো সমালোচনা বা চর্চা করে না বরং তার পিছনে বা আড়ালে থেকে সেই সমালোচনা বা চর্চা চালিয়ে যান । তাই জানতেই পারা যায় না তাদের সমালোচনায় কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো-- নিন্দনীয় কিছু না কিছু প্রশংসনীয় কিছু, মন্দ কিছু না কি ভালো কিছু ?তিনি জানতে পারেন কখন ? যখন নিজেরই কোনো পরিচিত কিম্বা অপরিচিত ব্যক্তি জনের কাছ থেকে ঘুরপথ হয়ে তার কাছে কথাটি ফিরে আসে । তখন তিনি বুঝতে পারেন যে সমাজে, সংসারে, পরিবারে তাকে নিয়ে সম আলোচনা তথা সমালোচনা চলছে । কিন্তু তখনো তিনি স্পষ্ট হন না যে এই সমালোচনা তার নিন্দার না প্রশংসার, মন্দের ভালো না কী ভালোয় মন্দের ? সেই জন্য তিনি লুকিয়ে চুরিয়ে, কান পেতে যাচাই করার চেষ্টা করেন । তিনি হয়তো কিছুটা উদ্ধার করতে পারেন কিন্তু সবটা পারেন না । ফলত তিনি এই সময় ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন । তিনি নিজেই ঠিক করতে পারেন না তিনি কী করবেন ? এতে সমস্যা আরও গভীর দিকে যায়, নিজেকে দুর্বল বলে মনে হয় । তবুও এসব কিছুর উর্ধ্বে গিয়ে তাকে মাথা ঠিক রাখতে হয় । একটু এদিক ওদিক হলেই ঘটে যায় মুশকিল--- ঝগড়া থেকে মারামারি, কথা বন্ধ, মুখ চাওয়া চাওয়ি সব বন্ধ হয়ে যায় । শুধু তাই নয় পারস্পরিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত

সম্পর্কের মধ্যে টানাপোড়েন শুরু হয়, বিচ্ছেদ পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে । আর এই সুযোগে নিন্দুকরা আরও নিন্দা ও খারাপ কথা বলার সুযোগ লাভ করে - এতে ভেঙ্গে পড়লে হয় না । এক্ষেত্রে দেখা যায় পূর্বে হয়তো আপনি সমালোচনার পাত্রই ছিলেন না কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় সত্যি সত্যি আপনি সমালোচনার পাত্র হয়ে গেছেন। আপাত দৃষ্টিতে আমরা যা দেখি ও শুনি তার সবটাই যে সর্বদা ঠিক হয় এমন কিন্তু নয় অর্থাৎ আপনি যে সমালোচনার পাত্র হয়ে গেছেন, আপনাকে নিয়ে যে চর্চা বা সমালোচনা করা হচ্ছে তা নাও হতে পারে । সবটাই নিজের নিজের মানসিকতার উপর নির্ভর করে ।

মানুষ আজকাল নিজেকে নিয়ে এতটা ভাবে যে প্রথমেই তার মনে হয় যে কেউ তাকে নিয়ে কোনো সমালোচনা করছে কিনা-- কারণ সমালোচনা বিষয়টি বড় বাজে কথা তা ভালো হোক কি মন্দ হোক কোনোটাই সুবিধার নয় । মানুষের ভালোত্ব নিয়ে যে সমালোচনা তা সচরাচর কানে আসে না কিন্তু মন্দত্ব নিয়ে সমালোচনায় কানাকানি পড়ে যায় । এখানে ওখানে সেখানে জটলা করেই হোক কিংবা ফিস্ ফিস্ করেই হোক অথবা আলোচনা করেই হোক-- সমালোচনা কিন্তু চলতেই থাকে । যাকে নিয়ে এই সমালোচনা হচ্ছে তিনি কিম্বা তার পরিচিত কেউ সামনে এসে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সেই সমালোচনার বিষয় বন্ধ করে দেওয়া হয় । তখন মন আরও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে এই ভেবে যে আমি কী সত্যি সত্যি সমালোচনার পাত্র ব'নে গেলাম ? আমি কী এমন করলাম বা সে/তিনি কী এমন করলেন যে তাকে / আমাকে সমালোচনার পাত্র করে দেওয়া হলো ? হ'লো তো হ'লো ? কার তাতে কী ? এখানে হয়তো প্রশ্ন উঠবে সঙ্গে সঙ্গে তাহলে তিনি (সমালোচনার পাত্র) বা তার পরিচিত কাউকে দেখে সমালোচনার বিষয়টিকে বন্ধ করে দিলেন কেন ? এখানে তারা (নিন্দুক ও সমালোচক) ভয় পেয়ে গেলেন না কি লজ্জা পেয়ে গেলেন ? কিছু তো একটা পেলেনই, তা নইলে খামোখা ইতস্তত হয়ে আলোচনা, সমালোচনা, কথাবার্তা এসব বন্ধ হয়ে গেল কেন ? সত্যি সত্যি তারা হয়তো তার সম্পর্কে ভালো বা মন্দ কিছু নিয়ে চর্চা করছিলেন ।

আমরা যে যে স্থলে কাজ করি তাই হলো আমাদের কর্মক্ষেত্র । তাই স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত কিম্বা বেসরকারি কোনো সংস্থা অথবা বানিজ্য ক্ষেত্র সবই 'কাজের ক্ষেত্র' হিসাবে চিহ্নিত । এখানে আমরা নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী যে যার মতো কর্ম করে থাকি । ব্যক্তি জন হিসাবে আমার কাছে আমার কর্ম ছোটো, বড়ো, মাঝারি বলে মনে না হলেও কর্মক্ষেত্রের কোনো পরিচিত ও অপরিচিত কর্মীর কর্ম সম্পর্কে চর্চা বা সমালোচনা করে থাকি । এক্ষেত্রে আমরা সেই কর্মীর কর্ম সম্পর্কে মন্দ কথা বলি কিম্বা তার প্রশংসা করি । যেমন আমার পরিচিত ও অপরিচিত কোনো কর্মী ছোটো, বড়ো, মাঝারির কোনো একটি কাজ করছেন অথচ তিনি জাতিতে, সম্মানে ও শিক্ষাগত যোগ্যতায় হয়তো উচ্চ কিম্বা নিম্নে কিম্বা মাঝামাঝি কোনো স্থানে অবস্থান করছেন, তখন আমরা তার জাতি, সম্মান ও শিক্ষাগত যোগ্যতা তুলে চর্চা বা সমালোচনা শুরু করে দিই । যেমন জাতিতে উচ্চ, সম্মানীয় কিন্তু শিক্ষাগত যোগ্যতা তেমন কিছু নেই তবুও পেটের টানে কোনো নিম্নপদে চাকুরি করছেন কিম্বা জুতো সেলাই করছেন, ভেন বা রিক্সা চালাচ্ছেন অথবা এই জাতীয় কোনো কাজ করছেন তখন তাকে দেখে আমরা কথা চালাচালি করি 'ই, বাব্বা ! তিনি এই রকম কাজ করছেন ।' আবার এর উল্টো হলে বলি 'দেখো, কেমন ! কাজ তো করছে - তা তিনি শিক্ষক হোন কিংবা ডাক্তার, পুলিশ হোন কিংবা ব্যারিস্টার অথবা বড়ো কোনো ব্যবসায়ী ।' আর এই দুয়ের মাঝামাঝি হলে তো কথাই নেই, তাকেও সমালোচনার মুখে পড়তে হয় । এখানে বলা বাহুল্য যে কোনো কাজই ছোটো কিম্বা বড়ো নয় । সব কাজই সমান । তবুও আমরা সমালোচনা করতে ছাড়ি না । নিম্ন পদস্থ কোনো কর্মী কাজ করছে দুটো পয়সার জন্য তেমনি উচ্চ পদস্থ কোনো কর্মী কাজ করছে দুটো পয়সার জন্য, আবার উচ্চ ও নিম্ন পদের মধ্যে থাকা কোনো কর্মী কাজ করছে দুটো পয়সার জন্য । তাই সবাই সমান, সমালোচনা করাটাই এখানে অর্থহীন - তা সে নিন্দা হোক কিংবা প্রশংসা ।

এক্ষেত্রে দেখুন এই নিন্দা কিম্বা প্রশংসা যার সম্পর্কে করা হচ্ছে তার সবটা জেনেই যে করা হচ্ছে এমনটা নয়, না জেনেও করা হয়ে যেতে পারে । আবার তিনি যে সব সময় পরিচিত কোনো জন - এমনটাও নয়, অপরিচিতের ক্ষেত্রেও সেই সমালোচনা হয়ে যাচ্ছে । অতএব সমালোচনা আপেক্ষিক বিষয় ছাড়া আর কিছু নয়।

ᱥᱡᱨ ᱞᱟᱛᱟ ᱮᱱᱟᱲ ᱱᱟᱱᱟᱜᱵᱟᱡ

Rajkumar Murmu, SACT-1, SANTALI

ᱤᱳᱟᱤᱠᱱᱟ ᱵᱥᱸᱢᱟᱹ ᱯᱟᱚᱟᱱ ᱩᱡᱮ
ᱡᱨᱛᱥᱡ ᱢᱮᱫᱟᱱᱮ
ᱤᱳᱨᱱ ᱚᱳᱨᱱ ᱢᱟᱹᱡᱥᱜ ᱦᱩᱡᱮ
ᱚᱟᱱᱟ ᱭᱨᱦᱨᱱᱮ᱾
ᱵᱟᱛᱟᱤ-ᱵᱥᱛᱥᱤ ᱞᱩᱫᱦᱩ ᱠᱛᱠᱤ
ᱦᱮᱤᱠᱤᱟᱜ ᱭᱩᱞᱟᱱᱮ
ᱞᱟᱛᱟ ᱞᱩᱫᱦᱩ ᱞᱟᱛ ᱟᱱᱮ ᱚᱠᱴᱠᱤ
ᱢᱟᱹᱡᱥᱜ ᱡᱨᱱᱟᱹᱲᱱᱮ᱾
ᱟᱡᱟᱪ ᱢᱳᱟᱤᱩᱱ ᱭᱩᱦᱟᱜ ᱢᱟᱹᱡᱥᱜ
ᱩᱫᱟᱜ ᱵᱟᱸᱤᱳᱟᱱᱮ
ᱞᱟᱛᱟ ᱮᱱᱟ ᱜᱳᱟᱡᱮᱲ ᱞᱟᱹᱡᱥᱜ
ᱯᱟᱰ ᱦᱟ ᱟᱸᱤᱳᱟᱱᱮ᱾
ᱭᱩᱦᱟᱜ ᱢᱟᱬᱚᱮ ᱜᱨᱤᱟᱹᱱ ᱵᱩᱦᱟ
ᱞᱟᱹᱡᱵᱥ ᱰᱮᱱᱩᱢᱮᱱᱩ
ᱢᱟᱹᱡᱥᱜ ᱤᱳᱩᱡ ᱰᱮᱤᱵᱩ ᱭᱩᱦᱟ
ᱟᱹᱪᱨ ᱞᱩᱱᱩᱢᱩᱱᱩ᱾
ᱭᱮᱸᱜᱮᱤ ᱢᱟᱞᱟ ᱶᱥᱚᱜᱮ ᱶᱮᱯᱩᱜ
ᱱᱮᱸᱜᱮᱰ ᱭᱟᱯᱟᱚᱮ
ᱚᱳᱟᱵᱟᱫ-ᱚᱳᱥᱵᱥᱫ ᱥᱸᱪᱥᱵ ᱢᱩᱯᱩᱜ
ᱭᱩᱦᱟᱜ ᱭᱩᱪᱟᱣᱚᱮ᱾
ᱱᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱡᱟᱲ ᱞᱟᱛᱟ ᱮᱱᱟ
ᱛᱥᱤᱳᱟᱹᱲ ᱡᱨᱲᱟᱹ ᱢᱮᱫᱟ
ᱚᱩᱜᱩᱰ ᱪᱟᱝᱟ ᱚᱟᱹᱞᱥᱲ ᱜᱮᱱᱟ
ᱵᱳᱟᱹᱯᱨᱚᱟᱲ ᱤᱩ ᱪᱮᱱᱟ᱾
ᱪᱟᱸᱪᱟᱱᱮ ᱚᱩᱯᱥᱱᱨᱰ ᱟᱶᱰᱟᱱ
ᱴᱟᱪᱳᱮᱲ ᱟᱸᱪ ᱟᱵᱟᱤ
ᱦᱮᱤᱠᱤᱟᱜ ᱭᱩᱤ ᱵᱟᱚᱮᱲ ᱯᱟᱸᱤᱟᱲ
ᱞᱟᱹᱡᱨ ᱵᱳᱟᱤᱠ ᱵᱳᱟᱤᱠ᱾

ᱩᱟᱞᱛᱨ ᱣᱮᱣᱮᱨ

Anjali Kisku, SACT-1, SANTALI

ᱠᱤᱞ ᱡᱚᱦᱯᱤ ᱡᱚᱢᱚᱜ
ᱠᱤᱞᱩᱚ ᱵᱟᱦᱟ
ᱜᱟᱥᱟ ᱫᱮ ᱩᱚᱢᱞᱚᱜ
ᱥᱧᱚᱹᱞᱳᱟ ᱠᱚᱞᱚ ᱠᱤᱸᱜᱤᱯ
ᱥᱛᱸᱜᱛᱞ ᱥᱛᱸᱜᱛᱞ
ᱡᱚᱸᱥᱮ ᱟᱬᱟᱯ ᱤᱸᱜᱤᱯ ᱢᱚᱹᱳᱟ
ᱤᱨᱚᱨ ᱞᱮᱝᱳᱤ ᱡᱚᱹᱪᱚᱹᱲᱟ
ᱠᱤᱞᱩᱚ ᱠᱚᱹᱰᱟᱩ ᱠᱚᱵᱚᱜ
ᱥᱧᱚᱹᱞᱳᱟ ᱥᱧᱚᱠᱚᱦ
ᱮᱳ ᱣᱚᱠᱚ ᱣᱮᱸ ᱢᱧᱚᱠᱚᱜ
ᱥᱧᱟᱞᱟ ᱵᱟᱦᱟᱞᱤ ᱠᱟᱭᱮᱜ᱾
ᱳᱚᱞᱚᱯ ᱢᱚᱠᱚᱯ
ᱢᱛᱞᱛ ᱢᱟᱞ ᱠᱚᱫᱚᱩ
ᱣᱚᱹᱞᱨᱚᱹᱰ ᱫᱧᱮᱲ ᱠᱚᱠᱚᱝ ᱞᱛᱦᱚᱹᱰᱮᱜ᱾
ᱠᱟᱸᱜᱤ ᱠᱟᱭ
ᱠᱟᱸᱜᱤ ᱭᱟᱥᱚᱹ
ᱠᱤᱸᱜᱤᱯ ᱥᱚᱜ ᱵᱚᱹᱰᱟᱜ᱾

ᱳᱮᱦᱚ ᱬᱛᱫᱧᱛᱞᱟ
ᱢᱚᱣᱚ ᱲᱚᱹᱨ
ᱤᱨᱚᱨ ᱠᱚᱹᱩᱛᱥᱞᱤ ᱩᱤᱳ ᱥᱚᱜ ᱠᱚᱞᱤᱤᱰᱮᱜ᱾
ᱠᱟᱭ ᱥᱛᱦᱚᱹᱞ
ᱢᱚᱹᱨ ᱥᱛᱦᱚᱹᱞᱳᱤ ᱭᱟᱞ ᱚᱫᱚᱜᱤ ᱯᱟᱳᱚᱹᱰ?
ᱚᱨᱷ ᱫᱮᱯᱤ ᱫᱧᱮᱲ ᱢᱚᱢᱚ ᱥᱛᱯᱚᱹᱰᱞᱤ
ᱩᱮᱲᱤ ᱵᱟᱦᱟ ᱚᱹᱣᱛᱯ ᱢᱚᱹᱫᱛᱯ ᱛᱢᱛᱯ ᱢᱛᱢᱛᱯᱮᱜ᱾

ᱚᱹᱫᱟᱯ ᱠᱤᱸᱜᱤᱯ ᱢᱚᱞᱚᱝ ᱢᱚᱞᱚᱝ
ᱯᱮᱜ ᱫᱚᱲ ᱥᱚᱞᱚᱝ ᱥᱚᱞᱚᱝ
ᱠᱚᱞᱚ ᱡᱤᱳᱚᱲ ᱵᱟᱦᱟ ᱩᱟᱞᱛ᱾
ᱮᱪᱚᱝ ᱚᱥᱮᱜ᱾
ᱢᱤᱰᱚᱨ ᱞᱚᱫᱚᱢ ᱬᱟᱞᱟᱯ ᱬᱤᱞᱟᱯ
ᱠᱟᱭ ᱭᱟᱥᱚᱹ ᱚᱫᱚᱜᱤ ᱩᱤᱲᱚᱨ᱾
ᱠᱷᱳᱷᱜ ᱠᱛᱩᱛᱝ ᱵᱟᱦᱟ
ᱳᱚᱦᱚᱜ ᱳᱚᱞᱫᱷ
ᱚᱹᱣᱛᱯ ᱢᱚᱹᱫᱛᱯᱮᱜ

ᱡᱨᱫᱟᱹᱲ ᱟᱠᱚᱮ᱾
ᱯᱳ ᱩᱳᱣᱳᱯ ᱟᱹᱫᱨ
ᱠᱛᱚᱟᱹᱡ ᱱᱟᱺᱬᱨᱫᱮ ᱤᱟᱹᱫᱨ
ᱟᱧᱫᱟ ᱠᱮᱸᱜᱮᱯ
ᱩᱨᱫᱛᱲ ᱣᱳᱣᱳᱲ
ᱞᱟᱱᱡᱦᱟᱱᱭ ᱞᱟᱱᱡᱦᱟᱱᱭ ᱞᱟᱱᱡᱦᱟᱱᱭ᱿

ᱟᱢᱮ ᱯᱟᱹᱜᱨᱥ

Sumita Hembram, 6TH SEM.

ᱟᱢᱮ ᱩᱮᱡᱟᱜᱢᱮᱚᱮ ᱟᱯᱮ
ᱞᱮᱠᱚᱮ ᱩᱮᱡᱟᱜ ᱯᱮᱲᱟ ᱥᱛᱪᱛᱢ
ᱟᱢᱮ ᱞᱟᱢᱮ ᱚᱟᱸᱣᱮᱡ ᱫᱮᱦᱳ
ᱟᱯᱮ ᱛᱪᱛᱦ-ᱠᱛᱪᱛᱦ᱾
ᱥᱨᱠᱳᱩ ᱯᱟᱹᱜᱨᱥ ᱯᱟᱹᱪᱣᱟᱹᱲ ᱮᱥᱟᱢᱮ,
ᱟᱢᱮ ᱠᱮᱚᱟᱜ ᱵᱧᱳᱡᱟᱜ ᱟᱹᱲᱛᱞ
ᱥᱨᱠᱳᱩ ᱞᱟᱰᱦᱟᱭ ᱯᱟᱹᱜᱨᱥ ᱟᱢᱮ
ᱥᱟᱜ ᱥᱟᱵᱟᱢᱮ ᱞᱟᱹᱜᱨ᱾
ᱜᱧᱟᱸᱫᱳᱰ ᱤᱨᱲᱳᱡ ᱫᱮᱥᱳ ᱛᱡᱟᱹᱜ
ᱞᱟᱹᱡᱛᱜ ᱚᱟᱢᱮ ᱫᱟᱹᱜᱨ᱾
ᱞᱟᱹᱡᱛᱜ ᱚᱟᱢᱮ ᱟᱹᱪᱨᱠ ᱞᱮᱤᱟᱫ
ᱞᱟᱹᱡᱛᱜ ᱚᱟᱢᱮ ᱤᱨᱫᱟᱹᱭ
ᱜᱧᱟᱫᱳᱰ ᱤᱨᱲᱳᱡ ᱣᱨᱪᱨᱰ ᱵᱟᱚᱮᱥ
ᱡᱳᱭᱟ ᱥᱨᱠᱳᱩ ᱞᱟᱰᱦᱟᱭ ᱮᱥᱟᱢᱮ᱾
ᱳᱪᱟᱜᱢᱮ ᱣᱨᱤᱛᱜ ᱫᱮᱣᱳ ᱟᱢᱮ,
ᱩᱳᱡᱮ ᱚᱟᱢᱮᱥᱳ ᱵᱟᱹᱩᱨᱫᱮ
ᱯᱟᱹᱲ ᱜᱟᱡᱳᱜ-ᱟ ᱵᱟᱹᱩᱨᱫᱮᱥᱳ ᱟᱢᱮ,
ᱞᱟᱹᱡᱛᱜ ᱚᱟᱢᱮ ᱦᱧᱛᱱᱨ
ᱟᱢᱮ ᱠᱟᱡᱟᱩ ᱟᱫᱩᱨ ᱯᱟᱹᱜᱨᱥ
ᱟᱯᱮᱲᱟᱜ ᱤᱳᱣᱟᱫ ᱠᱳᱚᱳᱵᱷᱱᱨ᱾

[illegible]

[illegible]

Parimal Mandi, Ex Student

[illegible]

ᱵᱩᱨᱩ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱷᱤᱨᱤᱛᱮ
ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱜᱮᱛᱚ ᱠᱟᱹᱸᱦᱤᱥᱚᱜ ᱛᱤᱧ
ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱜᱮᱛᱚᱭ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱤᱧ
ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱦᱤᱰᱤᱨ-ᱦᱤᱰᱤᱨ ᱢᱮᱫᱽᱫᱟᱜ ᱜᱮ ᱡᱚᱨᱚᱜ ᱛᱤᱧ᱿

ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ

Jayanta Hembram, Ex. Student

ᱥᱟᱭᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱭ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ
ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱢᱮᱧ ᱦᱟᱥᱟᱨᱮ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟᱭ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱟᱭᱳ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ᱾
ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ
ᱵᱤᱨ-ᱵᱩᱨᱩ ᱢᱟᱜ ᱴᱟᱹᱸᱵᱤᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱸᱜᱤᱧᱤᱫᱟᱹ ᱠᱟᱹᱢᱤᱠᱟᱛᱮ
ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱵᱤᱞᱟᱹᱱ ᱴᱟᱹᱸᱰᱤ᱿

ᱞᱤᱞ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱞᱭᱟᱹᱲ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤᱯᱩᱨᱤ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ
ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱮᱱᱟᱠᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱢᱤᱞᱚᱱ ᱥᱟᱹᱛᱷᱤ ᱞᱮᱠᱟ᱾
ᱥᱩᱠᱷ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱩᱠᱷ ᱟᱹᱱᱤᱪ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟ᱿
ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟᱠᱚ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ
ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱨᱮᱸᱜᱮᱪ ᱱᱟᱪᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ
ᱦᱮᱪ ᱮᱱᱟᱠᱚ ᱥᱟᱫᱚᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱷᱩᱲᱤ ᱵᱤᱜᱽᱞᱤ
ᱫᱟᱞᱟᱞ ᱠᱮᱫᱟᱠᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱩᱮᱱᱩ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ᱿

ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱷᱚᱱᱠᱚ ᱥᱤᱵᱚᱲ, ᱢᱟᱹᱱᱠᱚ ᱜᱟᱵᱚᱲ
ᱜᱷᱟᱱᱮᱠᱚ ᱛᱚᱜᱚᱪ, ᱜᱷᱟᱱᱮᱠᱚ ᱪᱚᱯᱚᱪ ᱜᱷᱟᱱᱮᱠᱚ ᱨᱚᱵᱚᱡᱟ
ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱮᱢ ᱨᱚᱲ ᱟᱠᱟᱫ ᱥᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱟᱛᱟᱨᱟ᱿
ᱠᱷᱟᱡᱽᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱤᱥᱤ ᱵᱤᱥᱤ
ᱤᱫᱤᱭᱟᱠᱚ ᱨᱤᱥᱟᱹ ᱨᱤᱥᱤ
ᱵᱟᱢ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱᱜᱮ
ᱡᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱥᱳᱡᱦᱮ ᱞᱟᱹᱴᱷᱤ᱿
ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱᱥᱮ ᱦᱚᱦᱚᱣᱟᱢᱟᱨ ᱥᱟᱫᱚᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱥᱤᱯᱟᱹᱦᱤ
ᱵᱟᱢᱧᱟᱢᱟ ᱪᱚᱜ ᱪᱮᱨᱮᱪ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱵᱟᱣᱞᱤ
ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱟᱠᱟᱱᱥᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱵᱤᱞᱟᱹᱛ ᱴᱟᱹᱸᱰᱤ᱿

ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟ ᱱᱟᱯᱟᱨᱛᱮ ᱡᱚᱢᱧᱩ
ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟ ᱱᱟᱯᱟᱨᱛᱮ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ,
ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ
ᱟᱫ ᱮᱱᱟᱠᱚ ᱡᱟᱸᱫᱮ-ᱪᱷᱟᱸᱫᱮ᱿
ᱱᱚᱶᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮᱨᱢᱟ
ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱮᱱᱟᱠᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ, ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱤᱨ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮᱱᱟ
ᱢᱮᱱᱠᱮᱫᱟᱠᱚ ᱟᱹᱫᱟᱹᱨᱟᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱨᱫᱟᱹᱨ ᱡᱟᱸᱦᱟ᱿

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tuhin Mandi, 4th Sem.

[illegible]

[illegible]

ᱯᱚᱭᱞᱚ ᱡᱟᱸᱦᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱦᱚᱦᱚᱞᱤᱫᱟᱹᱧ ᱟᱭᱚ
ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮᱧ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ,
ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱜᱮ ᱤᱧᱟᱜ ᱜᱚᱨᱚᱵ
ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱨᱮᱜᱮ ᱤᱧᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ᱾

ᱟᱵᱚᱵᱚ ᱚᱞᱟ ᱟᱵᱚᱵᱚ ᱨᱚᱲᱟ
ᱵᱤᱱ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱥᱮᱨᱮᱧᱟ
ᱟᱭᱚ ᱟᱲᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱ ᱦᱟᱹᱵᱤᱪ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ
ᱛᱤᱥᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱯᱟᱹᱪᱷᱟᱹᱜ-ᱟ᱾

ᱡᱟᱦᱟᱸᱛᱤᱱ ᱦᱟᱹᱵᱤᱪ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱤᱯᱤᱞᱠᱚ ᱡᱩᱞᱩᱜ-ᱟ
ᱟᱛᱚ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝᱨᱮ,
ᱩᱱ ᱦᱟᱹᱵᱤᱪ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱡᱤᱭᱟᱹᱲ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ
ᱟᱭᱚ ᱟᱧᱪᱟᱨ ᱨᱮ᱾

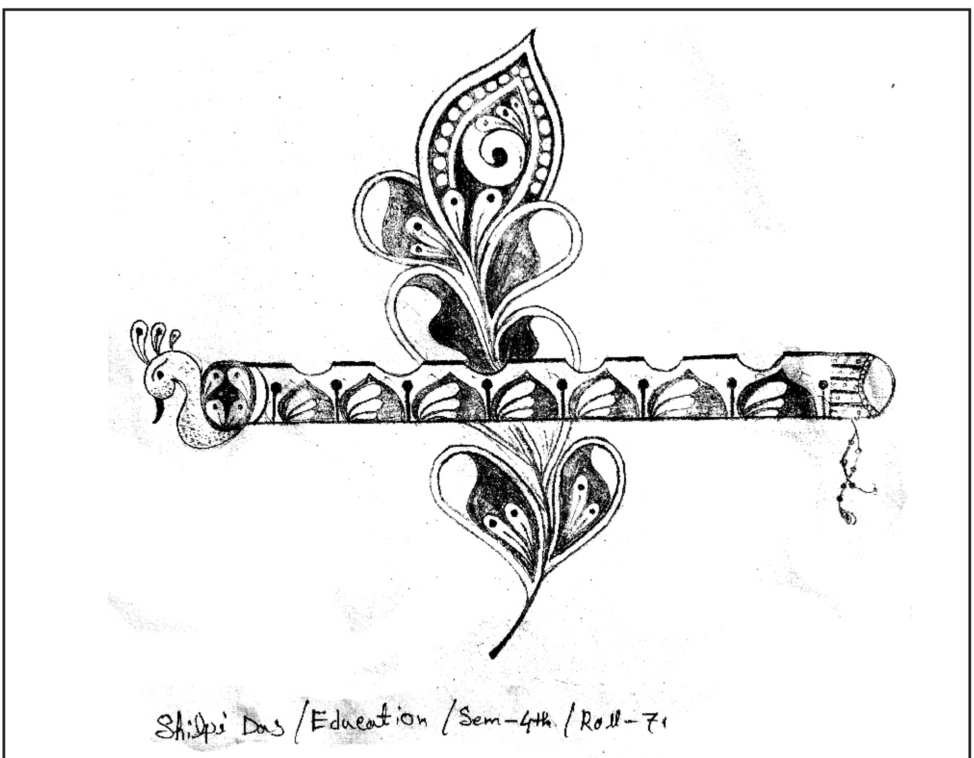

MATRIBHASA DIBAS 2026

26 th January celebration 2026

NSS SPECIAL CAMP

ANNUAL CULTURAL PROGRAMME 2025

ANNUAL CULTURAL PROGRAMME 2025

MASHROOM TRAINING

ECO-CLUB 'ARANYA SAPTAHA'

MOU WITH BHARA GRAM PANCHAYAT

স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবা মহাবিদ্যালয়

সরকার পোষিত মহাবিদ্যালয়

(বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত)

ইউ.জি.সি. স্বীকৃত NAAC Accreditated (Grade B)

প্রতিষ্ঠা বর্ষ - ২০০৯ ভড়া, বাঁকুড়া

Printed by : Sareswar Printing Press, Rasikganj, Bishnupur, (M) : 9851773207